জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বাদ কন্যাশ্রী

প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে স্কুল পাঠ্যক্রম থেকে নির্লজ্জভাবে বাদ দেওয়া হচ্ছে 'কন্যাশ্রী' এবং 'সিঙ্গুর' আন্দোলন। কমিটির চেয়ারম্যানের যুক্তি, কন্যাশ্রী এবং সিঙ্গুর আন্দোলনে নাকি বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ এবং ব্যক্তির কথা রয়েছে

বাড়বে অস্বস্তি

বুধবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গেও আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বাড়বে জলীয় বাষ্পজনিত অস্বস্তি। তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তন নেই। বিভিন্ন জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও বড় দুর্যোগের আশঙ্কা নেই

ফর্ম ৬ নিয়ে কমিশনের জালিয়াতি ধরলেন কুরেশি

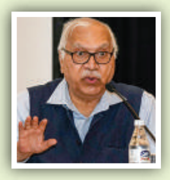

সংসদীয় কমিটির সঙ্গে বৈঠক বাতিল করে দিল সুপ্রিম কোর্ট

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ১২৩ • ৩ অক্টোবর, ২০২৬ • ১৫ আশ্বিন ১৪৩৩ • শনিবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 22, Issue - 123 • JAGO BANGLA • SATURDAY • 3 OCTOBER, 2026 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

উত্তাল মুম্বইতেও জেন জির হাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোস্টার

পাশে আছি সিজেপির : নেত্রী

প্রতিবেদন : রাজপথে নেমেছে লাখো জনতা। ঝড় উঠেছে দেশজুড়ে। জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ চাই। দিল্লি থেকে কলকাতায় নেমে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, এই আন্দোলনে পাশে আছি সিজেপির। ঠিক তখনই বিক্ষোভে উত্তাল বাণিজ্যনগরী মুম্বইতে আন্দোলনকারীদের হাতে দেখা গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোস্টার। শুধু জননেত্রীর ছবি সম্বলিত পোস্টারই নয়, বলিউডও শামিল হল সিজেপির আন্দোলনে। মঞ্চে দেখা গেল রুপোলি জগতের তারকাদের। জেন জি-দের সঙ্গে গলা মেলালেন তারকারাও। কে ছিল না সেই তালিকায়— প্রবীণ অভিনেত্রী শাবানা আজমি, অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহ, প্রবীণ গীতিকার জাভেদ আখতার থেকে শুরু করে গায়ক-সুরকার বিশাল দাদলানি, চলচ্চিত্র নির্মাতা বিশাল ভরদ্বাজ ও হংসল মেহতা। ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর প্রপৌত্র তুষার গান্ধী। তারকা-সমৃদ্ধ এই প্রতিবাদ আন্দোলন থেকে আরও তীব্রতর হয় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবি।

জ্ঞানেশ হঠাও, গদি ছাড়ো মোদি... স্লোগান তুলে মুম্বই দখল করল সিজেপি। ডানদিকে তারই খণ্ডচিত্র। বাঁয়ে সিজেপির ধরনায় দিদিকে নিয়ে পোস্টার... কহেতি হ্যায় বঙ্গালকি দিদি / রিজাইন করো নরেন্দ্র মোদি।

সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকের ডাকে জেল ভরো আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে মুম্বই নগরীর শিবাজি পার্ক। সমাবেশের অনুমতি দেয়নি বিজেপি শাসিত মহারাষ্ট্রের পুলিশ। কিন্তু তাতে কিছুই যায় আসেনি সিজেপি বা আন্দোলনকারীদের। শুক্রবার মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনের সকাল থেকেই রাজপথের দখল নেয় লাখো জনতা। সিংহভাগ পড়ুয়া এবং তরুণ-যুবক অর্থাৎ জেন জি। দাবি ওঠে, এসআইআর প্রক্রিয়ায় ব্যাপক কারচুপির দায়ভার স্বীকার করে অবিলম্বে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে পদত্যাগ করতে হবে। দাবি ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়েরেরও। এদিনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ (এরপর ৬ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

রাজশক্তি

দেশের মানচিত্র নয়
এ মানচিত্র ষড়যন্ত্রের
রাজশক্তি রাজতিলক
এ সবই হচ্ছে দম্ভের।
মুখোমুখি নীতির লড়াই
যখন হয়েছে ক্লান্ত
তখন ষড়যন্ত্রের মানচিত্র
তোমার পথনিশানা ভ্রান্ত।
তোমার কোনও পরিসীমা নেই।
ভূগোল তুমি জানো না,
ইতিহাস, তোমাকে ভুলে গেছে
ভাবছে কারও ধার ধারে না
তুমিই তোমার শেষ অস্ত্র!
চুলে তোমার পাক ধরেছে
গায়ে তোমার ছলনার নামাবলি
রোজ নাটক দেখছ?

দেখে যাও, দেখে যাও
তোমাকেও চেনা দরকার
দম্ভ তোমার ফুরিয়ে যাবে
রাজা তুমি নও জনতার।

লাগামছাড়া সন্ত্রাসের মাঝে মানুষের শপথে রবিউলের নাম

রেজিনগরে ঝড় কল্যাণ-কুণালের

প্রতিবেদন: আগামী ৬ অক্টোবর বিজেপির লাগামছাড়া সন্ত্রাস, হুমকির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে রেজিনগরের মানুষ। উপনির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকেই গোটা রেজিনগর জুড়ে পুলিশ দিয়ে যেভাবে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছে বিজেপি, তাতে ক্ষোভে ফেটে পড়েন মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিধায়ক কুণাল ঘোষ। সাম্প্রতিক অতীতে রেজিনগরের মানুষকে কখনও এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি। তাঁদের জীবন যেন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে তাঁরা ভরসা রাখছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর। মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরীকে ফুটবল খেলোয়াড় চিহ্নে ভোট দিয়ে বিজেপিকে উচিত শিক্ষা দিতে চাইছেন তাঁরা।

গোটা রেজিনগর জুড়ে প্রচারে ঝড় তুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিকরা। শুক্রবার দলের প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরীর হয়ে প্রচারে নেমেছেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ। এদিন একাধিক জায়গায় জনসভা করেন তাঁরা। প্রথম সভাটি হয় রেজিনগরের পুরনো থানা এলাকায়। তারপর আন্দুলবেড়িয়ায় জনসভা করেন কুণাল ঘোষ এবং (এরপর ৬ পাতায়)

রেজিনগরে পরপর সভা। বক্তব্য রাখছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুণাল ঘোষ। শুক্রবার।

মিথ্যার বেসাতি অন্নপূর্ণায় রাজ্য উত্তাল বিক্ষোভে

প্রতিবেদন: প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটি কথাও রাখছে না মিথ্যেবাদী ডাবল ইঞ্জিন সরকার। ২ থেকে ৪ অক্টোবর সেবা সেতু শিবির চালু হতেই উপভোক্তাদের ক্ষোভে মুখ পুড়ল নতুন সরকারের। উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গ—দিকে দিকে উঠে এসেছে অন্নপূর্ণা নিয়ে বিক্ষোভের চিত্র। অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা না পাওয়ার অভিযোগে কোথাও সেবা শিবির ঘেরাও, কোথাও আবার রাস্তা অবরোধ করে প্রতিবাদ চলেছে। সেবা সেতু শিবিরে দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ককে ঘিরে ক্ষোভ উগরে দেন মহিলারা। উত্তর ২৪ পরগনার সীমান্ত থেকে সুন্দরবন—অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার, বার্ধক্য ও বিধবা ভাতা নিয়ে উপভোক্তাদের ক্ষোভ প্রকাশ্যে এসেছে। মাটিয়া থানার গোপালপুর মোড়ে এদিন অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা না পাওয়ার অভিযোগে শতাধিক মহিলা টাকি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। অবরোধের জেরে টাকি রোডে যান চলাচল ব্যাহত হয়। শুধু তাই নয়, ভাঙড় কারবালা স্কুল মাঠের সরকারি (এরপর ৫ পাতায়)

বারুইপুরে মহিলাদের বিক্ষোভ।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
3 October, 2026 • Saturday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৭৭
হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৬) এদিন কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল। ইংরেজি এমএ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই প্রথম পিএইচডি। ১৯৩৬-'৪০ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। গণ-পরিষদের স্থায়ী সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯৫১-তে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হন। শিক্ষকসুলভ অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার জন্য রাজ্যপাল থাকার সময় জনগণের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন।

১৯৮৯ **ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খান** (১৯৩১-১৯৮৯) এদিন প্রয়াত হন। ভারতীয় যন্ত্রসংগীত ও মার্গসংগীতের প্রচারবিমুখ সুরসাধক। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের শিষ্য ছিলেন। ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত একাধিক ছবি, যেমন 'তিতাস একটি নদীর নাম', 'সুবর্ণরেখা', 'গরম হাওয়া' ইত্যাদিতে সংগীত পরিচালনা করেন। ষোড়শ শতকের তানসেনি ঘরানার ওপর গবেষণা তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি।

১৯২০
অজয় বসু (১৯২০-২০০৪) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। গত শতাব্দীর ষাট-সত্তরের দশকে রেডিওতে ফুটবল বা ক্রিকেটের ধারাভাষ্য ছিল এক অমোঘ আকর্ষণ। সেখানে অজয় বসুর রাজকীয় ও অনন্য উপস্থিতি। অনন্য এ কারণে নয় যে, তিনি বাংলা ধারাভাষ্যের অন্যতম পথিকৃৎ। সংযমী বাচনভঙ্গি, শব্দচয়ন ও সর্বোপরি তাঁর জাদুমাখা কণ্ঠস্বরের জন্য প্রথিতযশা খেলোয়াড়দের পাশাপাশি তিনিও বাঙালির মনের নায়ক হয়ে উঠেছিলেন। আশির দশকের গোড়ার দিকে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগে অধ্যাপনায় যোগ দেন। সর্বাঙ্গে বাঙালিয়ানার ছাপ, ব্যক্তিত্বে চুম্বকের আকর্ষণশক্তি। এদিয়ে তিনি ছাত্রছাত্রীদেরও মন জয় করে নেন।

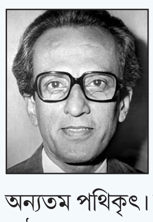

১৯১১
শুঁটে ব্যানার্জি (১৯১১-১৯৮০) এদিন কলকাতায় জন্ম নেন। ভাল নাম শরবিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। ডানহাতি মিডিয়াম পেস বোলার ছিলেন। টেস্ট ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছেন মাত্র একবার। ১৯৪৬-এ ওভালে সারি কাউন্টি ক্লাবের বিরুদ্ধে তিনি শেষ উইকেটে চাঁদু সারওয়াতের সঙ্গে জুটি বেঁধে ২৪৯ রান তোলেন। চাঁদু ১২৪ রান করেন, শুঁটে ১২১ রান করে আউট হয়ে যান। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে নবম ও দশম ব্যাটসম্যান একই ম্যাচে শত রান করেছেন, এটি একটি বিরলতম ঘটনা।

১৯২৩
কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৬১-১৯২৩) এদিন প্রয়াত হন। তিনিই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম ভারতীয় ছাত্রী। তিনি ও চন্দ্রমুখী বসু প্রথম ভারতীয় মহিলা গ্র্যাজুয়েট। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারিতে প্রথম মহিলা স্নাতক। ইংল্যান্ডে গিয়ে এফআরসিএস ও ডিএফএস পাশ করেন। কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রথম মহিলা বক্তা। আট সন্তানের জননী হিসেবে সাংসারিক কাজকর্মও করতেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী জ্যোতির্ময়ী ও সাংবাদিক প্রভাতচন্দ্র তাঁরই সন্তানসন্ততি।

১৯৫২
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯১-১৯৫২) এদিন মারা যান। সেকেন্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়ে অর্থাভাবে পড়াশোনা ছেড়ে দেন। কিন্তু উনিশ শতাব্দীর সাময়িকপত্র থেকে আহৃত তথ্য সমাবেশে বঙ্গ সংস্কৃতি, সমাজ ও সাহিত্যে নবজাগরণের ধারাবাহিক ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস রচনার বুনিয়াদ গড়ে তুলেছিলেন তিনি। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁকে রামপ্রাণ গুপ্ত স্বর্ণপদক প্রদান করে। ১৯৫৩-তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার দেন। রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩৩টি।

১৯৯৩
গোপাল হালদার (১৯০২-১৯৯৩) এদিন পরলোক গমন করেন। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাহিত্যতাত্ত্বিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে ভাষাতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেছেন। কর্মজীবন কেটেছে ফেনি কলেজে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগে, মডার্ন রিভিউ পত্রিকার সম্পাদকীয় দফতরে ও হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড কাগজের সহ-সম্পাদনায়। রবীন্দ্রভারতী, বর্ধমান, উত্তরবঙ্গ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডিলিট প্রদান করে।

জনজোয়ার, শূন্য চেয়ার

■ শ্রীরামপুর কোর্ট ময়দানের ছবি। জননেত্রীর সভার দিন এখানে সহস্র সন্ত্রাস আর বাধা পেরিয়ে হাজার হাজার মানুষের ঢল নেমেছিল। সেই একই জায়গায় শুক্রবার বিজেপির সভার ছবি। ছবি সত্যিই কথা বলে।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৮৪৩

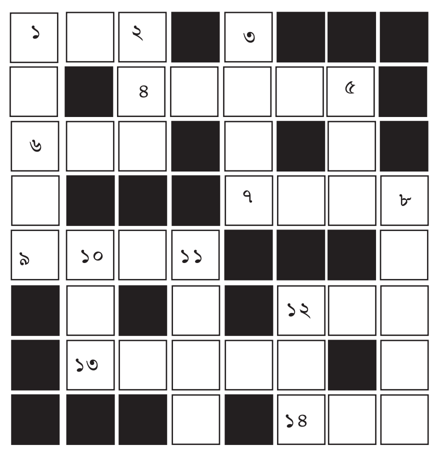

পাশাপাশি : ১. ঘূর্ণিবায়ুযুক্ত প্রবল ঝড়বিশেষ ৪. ডাক্তারখানা ৬. যতীদের ভিক্ষাপাত্র ৭.বর্বণা ৯. চন্দ্র, চাঁদ ১২. উষ্ণ অহংকার! ১৩. পঞ্জীকর ১৪. অধিকার, রাত—।

উপর-নিচ : ১. শিব, মহাদেব ২. উপন্যাস ৩. বিছুটি গাছ ৫. শোভা ৮. বিচ্ছিন্ন বা সংযোগহীন অঞ্চল ১০. জমির মাপ ১১. দুর্গা ১২. একধরনের রেশমি কাপড়।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৮৪২ : পাশাপাশি : ১. নাগপতি ৩. দোদমা ৫. লতা ৭. ইস্টার ৮. ফাটকি ১০. অন্তক ১২. রোমজ ১৪. রস ১৭. মর্কট ১৮. গল্পচ্ছলে।
উপর-নিচ : ১. নাভিল ২. তিহাই ৩. দোতরফা ৪. মাড়ি ৬. তাবন্ত ৯. টক্কর ১১. করোগেট ১৩. জলগ ১৫. সবলে ১৬. ড্রাম।

নজরকাড়া ইনস্টা

■ শ্রীতমা ভট্টাচার্য

■ স্নেহা চট্টোপাধ্যায়

■ ঋতাভরী চক্রবর্তী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও আকবর-ই-মশরিক প্রাইভেট লিমিটেড, ১০/৩, তালবাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৭ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed at AKHBAR-E-MASHRIQ PVT. LTD., 10/3, Talbagan Lane, Kolkata-700 017
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

বাগুইআটির অশ্বিনীনগরে বহুতলের বাইরে পাইপলাইনের কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনা। দড়ি ছিঁড়ে নিচে পড়ে মৃত্যু শ্রমিকের। মৃতের নাম তপন সরকার(৪৮)। তদন্তে পুলিশ

মহাত্মা গান্ধীকে নিয়ে ডিরেক্টরি বেলেঘাটার তথ্য দিলেন কুণাল

প্রতিবেদন : জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে নিয়ে সম্প্রতি জাতীয় স্তরের ডিরেক্টরি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে 'গান্ধী স্মৃতি ও দর্শন সমিতি'। মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতি ধরে রাখার এই প্রয়াসে বেলেঘাটা গান্ধী আশ্রমের প্রয়োজনীয় তথ্য তুলে ধরলেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। সংশ্লিষ্ট সংগঠনের তরফ থেকে ভাইস চেয়ারম্যান বিজয় গোয়েল বেলেঘাটার গান্ধী আশ্রমের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে চেয়ে চিঠি পাঠান বিধায়ক কুণাল ঘোষকে। চিঠিতে বেলেঘাটা গান্ধী ভবনের বর্তমান অবকাঠামো, দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালনা পর্ষদ এবং এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য জমা দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়। সেইমতো ২ অক্টোবর গান্ধী জন্মজয়ন্তীর সকালে পোস্ট করে তৃণমূল বিধায়ক জানান, ইতিমধ্যেই এই সংক্রান্ত সব তথ্য সমিতির দায়িত্বপ্রাপ্তদের পেশ করেছেন। পরের ধাপে বেলেঘাটার ইতিহাস ও অতীত-বর্তমানের নানা ছবিও পাঠিয়ে দিয়েছেন।

মহাত্মা গান্ধীর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কলকাতার গান্ধীঘাট থেকে দিল্লির রাজঘাট সর্বত্রই তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানো হচ্ছে। এদিন কুণাল ঘোষ সমাজমাধ্যমে লেখেন, বেলেঘাটার গান্ধীজির স্মৃতিবিজড়িত ভবন জাতীয়স্তরের গান্ধীজি সংক্রান্ত ডিরেক্টরিতে থাকবে। এদিন বেলেঘাটা গান্ধী আশ্রম সংক্রান্ত যে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে, সেই সংক্রান্ত চিঠি ও নথিও প্রকাশ করেছেন কুণাল। চিঠির জবাবে বিধায়ক জানিয়েছেন, বেলেঘাটার ওই গান্ধী আশ্রমের বর্তমান অবস্থা, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের তালিকা এবং ভবনটির অতীত ও বর্তমানের একাধিক বিরল ছবি বিজয় গোয়েলকে পাঠিয়েছেন।

বেলেঘাটার গান্ধী আশ্রমে তাঁর মূর্তিতে শ্রদ্ধা স্থানীয় বিধায়ক কুণাল ঘোষের। বাঁদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিজয় গোয়েলের পাঠানো চিঠি।

মহাত্মা গান্ধী স্মরণে তৃণমূল

জন্মদিনে জাতির জনককে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। শুক্রবার সকালে তৃণমূল ভবনে। রয়েছেন বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়, ময়না বন্দ্যোপাধ্যায়, বসুন্ধরা গোস্বামী, উপাসনা চৌধুরী, প্রিয়াঙ্কা অধিকারী, শ্রীদীপ দাস-সহ দলীয় কর্মীরা। ডানদিকে জাতীয় জনককে শ্রদ্ধা বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের।

দু'সপ্তাহে আক্রান্ত এক ধাক্কায় ২,৬০০

ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচারই সার ডেঙ্গি রুখতে চরম ব্যর্থ প্রশাসন

প্রতিবেদন : নবান্নে বসে একের পর এক বৈঠক আর গালভরা নির্দেশিকা। এদিকে বাস্তবে মশার দাপটে ত্রাহি ত্রাহি রব গোটা রাজ্যে। ডেঙ্গি মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের যাবতীয় দাবি যে আসলে ফাঁপা বুলি, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান। গত দু'সপ্তাহেই রাজ্যে নতুন করে ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় ২,৬০০ জন! সচেতনতার নামে স্রেফ ঢাকঢোল পেটানোই সার, ডেঙ্গি রুখতে যে প্রশাসন আদ্যোপান্ত ব্যর্থ, এই পরিসংখ্যানই তার জলন্ত প্রমাণ।

এখনও পর্যন্ত চলতি বছরে রাজ্যে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৭,৩২০ ছুঁয়েছে। প্রচার অভিযানের জন্য ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে সরকার যতই পিঠ চাপড়াক না কেন, বাস্তব চিত্রটা ভয়াবহ। গোটা রাজ্যে ১২টি অতি-প্রবণ বা 'হটস্পট' এলাকা চিহ্নিত করেই কার্যত দায় সেরেছে প্রশাসন। স্কুল শিক্ষা দফতর থেকে সমস্ত জেলা পরিদর্শকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্কুলগুলিতে ডেঙ্গু বিরোধী প্রচার চালাতে। কিন্তু শুধু প্রচারেই কি মশা মরবে? উপযুক্ত নজরদারি ও পরিচ্ছন্নতার অভাবে ডেঙ্গির দাপট যে বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছেছে, তা নিয়ে প্রশাসনের অন্দরেই উঠছে বিস্তর প্রশ্ন।

পরিসংখ্যান বলছে, সংক্রমণের নিরিখে শীর্ষে রয়েছে খোদ কলকাতা পুরসভা এলাকা। পুরসভার ২, ৫, ১৬, ৭৭ এবং ১১৭ নম্বর ওয়ার্ডে সর্বাধিক ডেঙ্গি আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। পিছিয়ে নেই হাওড়া পুরসভাও, সেখানে ১৫, ২১ এবং ২৪ নম্বর ওয়ার্ড মিলিয়ে আক্রান্ত অন্তত ৪৪ জন।

শুধু শহরতলিতেই নয়, ডেঙ্গির থাবা ক্রমশ চওড়া হচ্ছে জেলাতেও। মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ার পরিস্থিতি রীতিমতো উদ্বেগজনক। মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকে ১০৩ জন, নওদায় ৫১ জন এবং লালগোলায় ৩২ জন ডেঙ্গির কবলে পড়েছেন। নদিয়ার তেহট্ট-১ ব্লকেও ৭৪ জনের শরীরে মিলেছে ডেঙ্গির জীবাণু। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়-১ ও ২ ব্লকে আক্রান্তের সংখ্যা ৬৮ ছাড়িয়েছে। হুগলির পোলবা ব্লকে ৩৮ এবং আসানসোল পুরসভা এলাকায় ৩২ জনের ডেঙ্গি আক্রান্ত হওয়ার খবর মিলেছে।

পরিস্থিতি যখন হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে, তখন ঘুম ভেঙেছে প্রশাসনের। ডেঙ্গি পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে তড়িঘড়ি সোমবার নবান্নে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডাকা হয়। মুখ্যসচিবের উপস্থিতিতে স্বাস্থ্য, পুলিশ এবং পুরসভা-সহ ১৬টি দফতরের প্রতিনিধিরা সেই 'স্টক-টেকিং' বৈঠকে অংশ নেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষোভ, যখন পাড়ায় পাড়ায় মশার লার্ভা নিশ্চিন্তে বংশবৃদ্ধি করছিল, তখন কি প্রশাসন কুম্ভকর্ণের ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল? এই চরম প্রশাসনিক গাফিলতি এবং সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার দায় কে নেবে, তা নিয়ে সদুত্তর নেই নবান্নের কাছেও।

হাওড়া স্টেশন

উদ্ধার নগদ ৪৪ লক্ষ আটক এক

সংবাদদাতা, হাওড়া : হাওড়া স্টেশনে উদ্ধার নগদ ৪৪ লক্ষ টাকা। মধ্যপ্রদেশ থেকে আসা এক যাত্রীর কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ টাকা। এরপরই ওই যাত্রীকে আটক করে আয়কর দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিপুল পরিমাণ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। ডাউন শিপ্রা এক্সপ্রেসে মধ্যপ্রদেশের বিদিশা থেকে ডাউন শিপ্রা এক্সপ্রেসে হাওড়া স্টেশনের ১৭ নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে নামে রোহিত সিং নামের ওই যাত্রী। ওই টাকার সাপেক্ষে রোহিত কোনও বৈধ নথি দেখাতে পারেননি। জিজ্ঞাসাবাদে সে জানায়, ওই টাকা কলকাতায় সোনা কেনার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তার কথাবার্তায় বিস্তর অসঙ্গতি পাওয়ায় তাকে আটক করে ওই টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। এরপর আয়কর দফতরকে খবর দেওয়া হয়। নগদ টাকা উদ্ধার করে ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যান। কোথা থেকে এই টাকা কি উদ্দেশ্যে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সাউথ পয়েন্ট-কাণ্ড

সাসপেন্ড হামলাকারী পড়ুয়া

প্রতিবেদন : সাউথ পয়েন্ট স্কুলে সহপাঠীকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে হামলাকারী ছাত্রকে সাতদিনের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে। বৃহস্পতিবারই বিএনএস ১০৯-এর অধীনে থানায় এফআইআর দায়ের হয়। নাবালক হওয়ায় তাকে গ্রেফতার করা হবে না বলে জানানো হয়। তবে জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের সামনে হাজির হতে হবে। আপাতত পড়ুয়ার পরিবারকে স্কুল কর্তৃপক্ষের পক্ষ পেশাদার মনোবিজ্ঞানীর মাধ্যমে কাউন্সেলিং করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, আক্রান্ত পড়ুয়া এখনও বাইপাসের ধারের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্কুলের তরফে জানানো হয়েছে, অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছে সে।

দক্ষিণে ঘাটতি, উত্তরে উদ্বৃত্ত বৃষ্টি

প্রতিবেদন: বর্ষা দেরিতে বিদায় নিলেও দক্ষিণবঙ্গে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৯ শতাংশ বৃষ্টির ঘাটতি। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ১৪ শতাংশ বেশি বৃষ্টি হয়েছে। আবহাওয়ার এই বৈপরীত্যের কারণ হিসেবে মৌসুমি বায়ুর অক্ষপথের অবস্থান এবং বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপের গতিপ্রকৃতিকেই দায়ী করেছেন আবহাওয়াবিদরা। তাঁরা বলছেন, দক্ষিণবঙ্গে পর্যাপ্ত বৃষ্টির জন্য বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপ বা ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়া জরুরি। এই মরসুমে সাগরে যে ক'টি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে, সেগুলির বেশিরভাগেরই অভিমুখ ছিল ওড়িশা বা অন্ধ্রপ্রদেশের দিকে। ফলে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ সরাসরি সেই সিস্টেমগুলির সুবিধা পায়নি। মেঘ তৈরি হলেও তা মূলত ওড়িশা উপকূলের দিকে সরে যাওয়ায় দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি মেটেনি। স্থানীয় বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে ক্ষণস্থায়ী বৃষ্টি দফায় দফায় হলেও একটানা ঝমঝমে বৃষ্টির দেখা মেলেনি যা ঘাটতির অন্যতম কারণ। বর্ষায় মৌসুমি বায়ুর অক্ষপথটি তার স্বাভাবিক অবস্থান থেকে সরে হিমালয়ের পাদদেশীয় অঞ্চলের কাছাকাছি অবস্থান করছিল। এর ফলে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে অনবরত আর্দ্র বাতাস প্রবেশ করে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। আপাতত দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। পরিস্থিতি অনুকূল থাকলে থাকলে ১০ থেকে ১২ অক্টোবরের মধ্যে বাংলা থেকে বিদায় নেবে মৌসুমী বায়ু। মায়ানমারে গভীর নিম্নচাপের জন্য বিচ্ছিন্ন মেঘপুঞ্জ তৈরি হলে কোথাও কোথাও অল্প সময়ের জন্য স্থানীয়ভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। উল্লেখযোগ্য, পুজোর আগেই সকালের দিকে হালকা কুয়াশা এবং শিরশিরানি ভাব অনুভূত হতে পারে।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দেওয়াল লিখন

ভোট চোর হঠাও, দেশ বাঁচাও...শুরু আন্দোলন। দিল্লির বুকে বিরোধী দলের আন্দোলন স্তব্ধ করতে পুলিশি নৃশংস আচরণ দেখল গোটা দেশ। অমিত শাহের পুলিশের হাত থেকে রেহাই পেলেন না দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীও। পুলিশ ভ্যান ভরে গেল আন্দোলনকারীদের গ্রেফতারে। বিজেপি বুঝেছে, এ লড়াই এবার তাদের বিদায়ের সময়কে সংক্ষেপ করে আনছে। ওদিকে মুম্বই ভাসছে সিজেপি অর্থাৎ জেন জির আন্দোলনে। একের পর এক অভিনেতা, সুরকার, গায়ক এলেন পাশে দাঁড়াতে। এই প্রজন্মের আন্দোলনে দিশাহারা পুলিশ-প্রশাসন। নিরুপায় হয়ে তারা দেখল, কেন এদের আন্দোলনে পদত্যাগ করতে হয়েছিল মোদির শিক্ষামন্ত্রীকে। মুম্বইয়ের মিছিলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি আর প্ল্যাকার্ড হাতে আজকের যুব সমাজ। সেখানে লেখা, কহতি হ্যায় বঙ্গালকি দিদি, রিজাইন করো নরেন্দ্র মোদি। দিল্লির বুকে বিরোধীদের বৈঠক শেষে যে আগুনজ্বালা বক্তব্য রেখে স্লোগান তুলেছিলেন নেত্রী, সেই স্লোগান শোনা গেল মুম্বইতেও। বাংলা পথ দেখাচ্ছে। আজকের প্রজন্মের প্রতিবাদের সুর মুম্বইতেও ছড়িয়ে পড়েছে। দেশ জুড়ে দাবি এক, দফা এক, জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ। এই দাবির বাস্তবায়ন এখন সময়ের অপেক্ষা মাত্র। এর মাঝেই নির্লজ্জ বিজেপি এক দেশ এক ভোটের বিল পাশ করাতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির সময় চেয়েছিল। সেই প্রস্তাব বাতিল করে দিয়ে তাঁদের সাফ কথা, অসাংবিধানিক এই প্রস্তাব। সব দিক দিয়েই ল্যাজে-গোবরে বিজেপি। সিবিআই-ইডি আর পুলিশ দিয়ে এই সরকারকে আর বাঁচানোর সম্ভাবনা নেই। স্বৈরাচারী সরকারকে এবার সরতে হবে মানুষের বিক্ষোভের মধ্য দিয়েই। এরপর শুরু হবে ইন্ডিয়ার সভা এবং মিছিল। এখনও যদি মানুষের মন পড়তে না পারে মোদি-শাহের সরকার, তাহলে বুঝতে হবে তারা দেওয়াল লিখন পড়তে জানে না।

সংস্কার চাই, বদলাতেই হবে মাথা

হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিস্ট শক্তি ভারতের রাষ্ট্র ক্ষমতা স্থায়ীভাবে দখলের লক্ষ্যে সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলিকে গ্রাস করতে মরিয়া ও বেপরোয়া। এমন আধিপত্যবাদী দখলদারির অন্যতম নমুনা নির্বাচন কমিশন। নিরপেক্ষ ও স্বাধীন সাংবিধানিক সংস্থা নির্বাচন কমিশন। স্বচ্ছ ও নির্বাচনে জনমতের যথার্থ প্রতিফলন ঘটিয়ে গণতন্ত্রের ভিত্তিকে শক্তিশালী ও অটুট রাখাই কমিশনের কাজ এবং দায়বদ্ধতা। এই জায়গা থেকে বিচ্যুতি ঘটলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে কোনও রাজনৈতিক দল বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দল এবং সরকারের কর্তব্য নির্বাচন কমিশনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত ও নিরপেক্ষ রাখার জন্য যা যা করণীয় তা করা। কিন্তু ক্ষমতাসীন দল বা সরকার যদি গণতন্ত্রের বদলে হিন্দুত্ববাদী একদলীয় একাধিপত্যে বিশ্বাস করে এবং ফ্যাসিবাদী কায়দায় একদলীয় শাসন কায়েম করতে চায় অর্থাৎ হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাহলে তাদের কাছ থেকে নিরপেক্ষতা বা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রত্যাশা করা যায় না। তারা পদে পদে ক্ষমতার অপব্যবহার করে গণতান্ত্রিক কাঠামোকে দুর্বল ও নড়বড়ে করতে চাইবে। প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে এবং সর্বস্তরে দলীয় প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার করবে। এমনকী নির্বাচন কমিশনের মতো নিরপেক্ষ ও স্বশাসিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে নিরঙ্কুশ দলীয় প্রভাবাধীনে নিয়ে আসতে চাইবে। বস্তুত মোদির নেতৃত্বে সেই কাজটিই নিখুঁতভাবে করছে বিজেপি সরকার। নির্বাচন কমিশনে শাসকের একচেটিয়া আধিপত্য ও প্রভাব বিস্তার করে নির্বাচনে দলীয় স্বার্থে কমিশনকে ব্যবহার করতে গোড়া থেকেই আঁটঘাট বেঁধে নেমেছে মোদি শাহের চামচারা। তারা জানে কমিশনকে হাতের মুঠোয় পুরে ফেলতে পারলে ভোটার তালিকা তৈরি থেকে ভোট গণনা পর্যন্ত গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়াটাই হাইজ্যাক করে নেওয়া যাবে। তখন দেদার কারচুপি বা ভোট লুটের মাধ্যমে যে কোনও নির্বাচনে শাসক দলের জয় সহজ হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে মোদি সরকারের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল আইন পরিবর্তন করে কমিশনার নিয়োগের পদ্ধতি বদল। মোদিকৃত নতুন আইনে কমিশনার বাছাইয়ের জন্য তিন সদস্যের কমিটিতে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলনেতা ছাড়া তৃতীয় সদস্য হিসাবে প্রধান বিচারপতিকে ছাঁটাই করে সে জায়গায় প্রধানমন্ত্রী মনোনীত কোনও মন্ত্রীকে রাখা হয়েছে।

—নির্ঝর দাশগুপ্ত, ট্যাংরা, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

এই যে মশাই, বিজেপির গোসাঁই!

শুনছেন?

গান্ধীজয়ন্তী সদ্য অতিক্রান্ত। সেই আবহে বিজেপিকে কতগুলি কথা। আর কিছু প্রশ্ন। এবং কতিপয় স্মর্তব্য বিষয়। লিখছেন **শ্রীপতি পাণ্ডে**

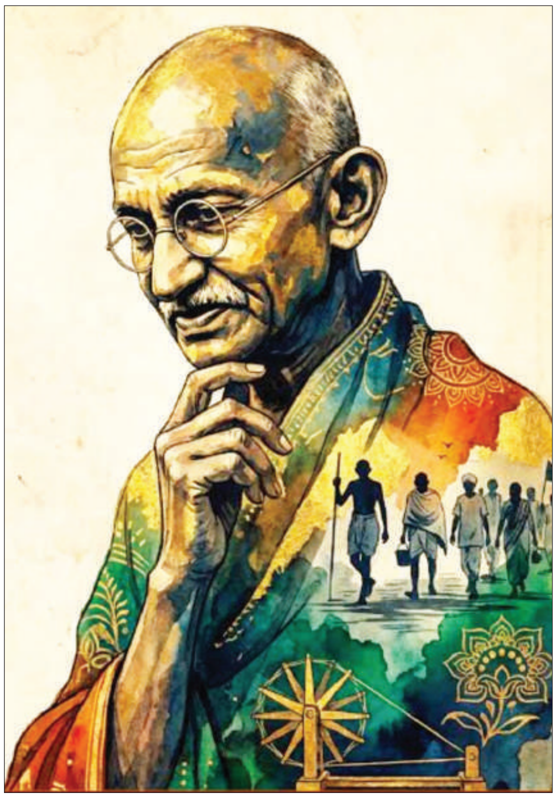

হ্যাঁ, আপনাদেরকেই বলছি।

আপনাদের তো গান্ধীজিকে চাই। আবার গান্ধীজিকে ঘিরে আপনাদের কত নোংরা কথা, অশালীন অভিযোগ শুনতে হল গান্ধীজয়ন্তীতে দিনভর। কেন?

দরকারটা কী গান্ধীতে ফিরে আসার? নাথুরাম গডসে-র পুজো করছেন যাঁরা, সাভারকর, গোলওয়ালকর, দীনদয়াল উপাধ্যায়দের আইকনীকরণ করছেন যাঁরা, গান্ধীকে তাঁদের কেন প্রয়োজন?

বুঝি, প্রয়োজন কারণ, সাভারকর, গোলওয়ালকরের আদর্শ বিশ্বের দরবারে প্রচার করার ও তাঁদের গৌরবান্বিত করার মতো সৎসাহস হয়তো বিজেপিরও নেই। তাই রাষ্ট্রসংঘ-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গান্ধীজির জয়ধ্বনি দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একই সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত নির্লজ্জ সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করে চলে বিজেপি, যা মহাত্মা গান্ধীর আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত।

অর্থাৎ, সাভারকর, গোলওয়ালকরের আদর্শ বিশ্বজনীন নয়। গান্ধীজির আদর্শই সর্বজনীন, বিশ্বজনীন। তাই গান্ধীজির নিকট অসহায়ের মতো বারে বারে ফিরে আসে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিও। এবং গান্ধীজির চশমা, চরকাকে সামনে রেখে করে চলে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক কাজকর্ম। তা নিয়ে শোরগোল বাধলে, নিন্দা তীব্র হলে, বাঁচতে আশ্রয় নেয় গান্ধীজির ছায়ায়। এইখানেই গান্ধীজির আদর্শের জয়, এবং সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর আদর্শের পরাজয়।

গান্ধীজির ৭৫তম জন্মবার্ষিকীতে সিঙ্গাপুরের ফারার পার্কে ভারতীয়দের এক বিরাট জনসভাতে নেতাজি বলেছিলেন, ''কুড়ি বছরেরও বেশি মহাত্মা গান্ধী ভারতবাসীদের নিয়ে দেশের মুক্তি সাধনা করেছেন।... ১৯২০ সালে মহাত্মা যদি এ পথের সন্ধান না দিতেন, তা হলে ভারতবর্ষের দুর্দশার সীমা থাকত না, এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না। তাই বলছি ভারতের স্বাধীনতার জন্য তিনি যা করেছেন, তার তুলনা মেলে না।'' তিনি বলেন, ১৯২০ সাল থেকে মহাত্মা গান্ধীর কাছে ভারতীয়রা দু'টি জিনিস শিখেছে। একটি আত্মমর্যাদা ও আত্মপ্রত্যয়, এবং দ্বিতীয়টি সঙ্ঘবদ্ধতা।

গান্ধীজির প্রতি অসীম ভক্তি, ভালবাসা এবং পিতৃসম শ্রদ্ধাবোধ থেকেই নেতাজি তাঁকে 'জাতির জনক' আখ্যা দিয়েছিলেন। একথা যাঁরা ভুলিয়ে দিতে চান, তাঁরাই আসল দেশদ্রোহী।

আমেরিকান সাংবাদিক লুই ফিশারের নেতাজি সম্পর্কে ধারণার উত্তরে গান্ধীজি বলেন, "বোস ওয়াজ় আ পেট্রিয়ট অ্যামং পেট্রিয়টস।" আর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, ১৯৪৪ সালে নেতাজি গান্ধীজিকে 'ফাদার অব দ্য নেশন' সম্বোধন করেন। আরও লিখেছেন, আবার যদি গান্ধীজি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেন, তা হলে তিনি সব ভুলে গান্ধীজির একজন সৈনিক হিসেবে প্রাণ দিতে রাজি।

এবার জেনে নিই, জ্ঞানেশ কুমারের ভোট সংস্কার নিয়ে বিজেপির প্রবীণ নেতা কী বলছেন, গান্ধীজয়ন্তীর প্রাক্কালে?

'সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়। তাই এসআইআর।' মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে যখন গোটা দেশ তোলপাড়, এভাবেই আক্রমণ ধেয়ে এসেছে বিজেপির খাস অন্দরমহল থেকে। বাজপেয়ী জমানার গুরুত্বপূর্ণ মুখ ও মন্ত্রী মুরলী মনোহর যোশী বলেছেন এই কথা।

এখানেই শেষ নয়। জেন জি আন্দোলন, বেকারত্ব, কিংবা রামমন্দিরে প্রণামী চুরি... সব ইস্যুতেই চাঁছাছোলা ভাষায় মোদি সরকারকেই কাঠগড়ায় তুলে দিয়েছেন বর্ষীয়ান এই বিজেপি নেতা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'একচ্ছত্র ক্ষমতা লাভে'র পর লালকৃষ্ণ আদবানির মতো যোশীরও ঠাঁই হয়েছে 'মার্গদর্শক' ক্যাটেগরিতে। অর্থাৎ, দলের কাজকর্ম থেকে অবসর এবং পরামর্শদাতা হিসাবে 'মাথার উপর বসে থাকা'। কিন্তু রাজনীতির দরবারে তাঁর এক একটি মন্তব্য এখনও তোলপাড় ফেলে দেয়। এবারও সেটাই হয়েছে।

'দ্য হিন্দু'-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি সাফ বলেছেন, 'সব সরকারই ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়। এটাই কঠিন বাস্তব।' আর ক্ষমতা দখলের চেষ্টার নামই যে এসআইআর, সেটাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বুঝিয়েছেন তিনি।

গণতন্ত্র বিপন্ন বলে গোটা দেশে যখন বিরোধীরা আওয়াজ তুলছে, তখন যোশীর বক্তব্য, 'গণতন্ত্রই হল সরকার পরিচালনার সর্বোত্তম রূপ। তবে তার জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়াকে নিরপেক্ষ হতে হয়। সরকারকে জবাবদিহি করতে হয়। স্বচ্ছ থাকতে হয় আমলাতন্ত্রকে। আস্থা না থাকলে ভাল জিনিসও মানুষ গ্রহণ করবে না। প্রতিবাদের আবহ তৈরি হলে তার সমাধান করতে হয়। লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে পড়লে কাজ হয় না।'

লাঠি হাতে দাঁড়ানোর অর্থ যে জেন জি আন্দোলনের উপর দমন-পীড়নের অভিযোগ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ যোশী পরিষ্কার বলেছেন, 'জেন জি ক্ষুব্ধ কেন? কারণ আপনারা চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু কোথায় চাকরি? আমাদের দেশকে বিপথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।' এই মন্তব্যের প্রসঙ্গ অবশ্য দেশের উন্নয়ন এবং পরিবেশরক্ষা। হিমালয়ে 'অল ওয়েদার রোড' নিয়ে মোদি সরকার যতই প্রচারের ঢাক পেটাক, সেই প্রকল্প যে পরিবেশের জন্য মোটেই সুবিধাজনক নয়, তা কোনও ভনিতা না করেই স্পষ্ট করেছেন যোশী।

তিনি বলছেন, "আমাকে বলা হয়েছে, ওই রাস্তা সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে নয়। আমি একথা বলছি না যে, উন্নয়ন উচিত নয়। আমার বক্তব্য, উন্নয়ন সুসঙ্গত হওয়া উচিত এবং পরিবেশের দিকটাও বিবেচনা করা দরকার। সম্প্রতি বদ্রীনাথ মন্দিরে যেভাবে ডিসকোর ধাঁচে অনুষ্ঠান হয়েছে, তা আমাদের ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী।"

অযোধ্যায় প্রণামী চুরি নিয়েও সরব হয়েছেন যোশী। তাঁর সাফ কথা, 'ট্রাস্ট কে তৈরি করেছিল? সরকার। তাই ট্রাস্টে যা হচ্ছে তা সরকারের দায়িত্ব।'

যোশী বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে মনে হচ্ছে, দেশ পথভ্রষ্ট। কিন্তু ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, আমাদের দেশ যখনই তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তখনই নিজেকে ফিরিয়ে এনেছে সঠিক পথে। আমরা বরাবরই আমাদের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েছি। এবারও সেটাই হবে।'

কথাগুলো মনে রাখলে ভাল হয়। এটুকুই বলার ছিল।

চিকিৎসকের হাতে যৌন হেনস্থার শিকার মহিলা ইউএসজি টেকনিশিয়ান। সোদপুর অমরাবতী এলাকার ক্লিনিকের ঘটনা। তদন্তে খড়দহ থানা

দিকে দিকে অন্নপূর্ণার টাকা না পেয়ে বিক্ষোভ মহিলাদের। বাঁদিকে বারুইপুর, উপরে ডায়মন্ড হারবার, নিচে বসিরহাট। শুক্রবার।

আইন নিজের হাতে নিতে পারেন না : হাইকোর্ট

বুলডোজার-কাণ্ডে রাজ্যকে ভর্ৎসনা

প্রতিবেদন : বুলডোজার-কাণ্ডে প্রবল ভর্ৎসনার মুখে পড়ল রাজ্য সরকার। দোকানদার ও ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করতে বুলডোজার ব্যবহার নিয়ে রাজ্যের ভূমিকায় কলকাতা হাইকোর্ট তুলে দিল বড় প্রশ্ন। একটি মামলার শুনানিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বলেন, কী হচ্ছে এটা? ওরা জেসিবি ব্যবহার করেছে...।

আদালত জানায়, যদি দোকানদাররা অবৈধভাবে দখল করেও থাকেন, তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু শুধুমাত্র শাসন বদলের কারণে কোনও বেসরকারি ব্যক্তি নিজের হাতে আইন তুলে নিতে পারেন না। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলে আদালত। বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, বেসরকারি লোকেরা যখন উচ্ছেদ চালাচ্ছিল, তখন পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। শুনানিতে বিচারপতি আরও একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন, যেখানে এক জমির মালিক দোকানদারকে হয়রান করতে দোকানের সামনে বড় গর্ত খুঁড়ে দিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন, ভুল শুধরে নেওয়া হয়েছে। দোকান ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। জবাবে আদালত বলে, প্রশাসন নিজেই যদি এই ধরনের বেআইনি কাজ শুধরে নেয়, তাহলে আদালতকে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজনই পড়ে না। কিন্তু এই মামলায় কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছাড়াই দোকানদারকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল।

এসআইআর : নিষ্পত্তি হতে ১৪৫ বছর!

মুর্শিদাবাদ

প্রতিবেদন : এসআইআরে আপিলের পাহাড়। ৭.৪৭ লক্ষ মামলা। একজন ট্রাইব্যুনাল বিচারকের কাছেই ৫.৩ লক্ষ মামলার বোঝা। আপিল ট্রাইব্যুনালগুলির বিপুল মামলার জট। বিচার কবে হবে? উঠছে প্রশ্ন। কেবলমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলাতে এই সংকটের সংখ্যা সবচাইতে বেশি। বিচারকেরা দিনে গড়ে মাত্র ১০টি আপিলই শুনতে পারছেন। এতে যা পরিসংখ্যান মিলছে তাতে ৩৬৫ দিনই কাজ চালিয়ে গেলেও, বাকি ৫ লক্ষ মামলা নিষ্পত্তি করতে প্রায় ১৪৫ বছর সময় লাগবে বলে অনুমান। নির্বাচন কমিশন-এর সুপ্রিম কোর্টে জমা দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মুর্শিদাবাদে মোট ৭,৪৭,৯২১টি আপিল জমা পড়েছিল। তার মধ্যে মাত্র ৫১৪টি নিষ্পত্তি হয়েছে। ৭,৪৭,৪০৭টি আপিল এখনও পড়ে রয়েছে। সরকারি জেলা-ভিত্তিক হিসাবে নিষ্পত্তির হার অত্যন্ত কম। বাংলায় এসআইআর প্রক্রিয়ার আওতায় ঝাড়াই-বাছাই বা নিষ্পত্তির পর ২৭ লক্ষেরও বেশি ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির কারণে নাম বাদ পড়ার ক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদ জেলা রয়েছে শীর্ষে। এই জেলায় বিধানসভার আসন সংখ্যা ২২টি। ৫৫ ফরাক্কা থেকে ৭৬ জলঙ্গি পর্যন্ত একজন বিচারকের কাছে ৫.৩ লক্ষ মামলা! এখন প্রশ্ন উঠছে মুর্শিদাবাদের ৭.৪৭ লক্ষের বেশি আপিল কবে, কীভাবে দ্রুত নিষ্পত্তি হবে? একজন বিচারকের উপর প্রায় ৫.৩ লক্ষ আপিল পড়ে রয়েছে, কিন্তু বিচারবিভাগীয় জনবল আছে কি? এসআইআরের পাহাড়সম এই মামলর নিষ্পত্তি যে কার্যত অসম্ভব, তা স্পষ্ট।

শিক্ষায় নির্লজ্জ বিজেপিকরণ জারি সিলেবাস থেকে বাদ কন্যাশ্রী-সিঙ্গুর

প্রতিবেদন : শিক্ষাতেও বিজেপিকরণ! নতুন সরকারের আসল রূপ এবার প্রকট! শিক্ষা ব্যবস্থাকে সস্তায় রাজনীতির আখড়া বানানোর যে নোংরা খেলা শুরু হয়েছে, তা এবার দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট। স্রেফ রাজনৈতিক আক্রোশ এবং চরম বিভাজনের মানসিকতার বশবর্তী হয়ে রাজ্যের স্কুল পাঠ্যক্রম থেকে নির্লজ্জভাবে বাদ দেওয়া হচ্ছে 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প এবং 'সিঙ্গুর আন্দোলন'-এর ইতিহাস। এখানেই শেষ নয়, বিভাজনের রাজনীতিকে একেবারে শিশুমনে গেঁথে দিতে সিলেবাস থেকে ছেঁটে ফেলা হচ্ছে 'আব্বা', 'আম্মা', 'পানি'-র মতো দৈনন্দিন ব্যবহারের আরবি ও ইসলামি শব্দও! সিলেবাস কমিটির চেয়ারম্যান দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়ের যুক্তি শুনলে রীতিমতো হতবাক হতে হয়। তিনি নির্লজ্জের মতো সাফাই গেয়েছেন, কন্যাশ্রী এবং সিঙ্গুর আন্দোলনে নাকি 'বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ এবং ব্যক্তির কথা' রয়েছে! তাই তড়িঘড়ি সেগুলি পরিমার্জন করা হচ্ছে। কিন্তু রাজ্যের ওয়াকিবহাল মহলের প্রশ্ন, পূর্বতন সরকারের সাফল্য বা রাজ্যের একটি ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনকে পাঠ্যবই থেকে মুছে ফেলাই কি নতুন সরকারের একমাত্র উদ্দেশ্য? ইতিহাস বিকৃতির এই নগ্ন খেলায় কোপ পড়ছে মোগল সাম্রাজ্যের ওপরও। সুকৌশলে মোগল ইতিহাসকেও সংক্ষেপিত করার ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করে ফেলেছে এই আজ্ঞাবহ সিলেবাস কমিটি। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, খোদ

শিক্ষামন্ত্রীর দ্বিচারিতা! স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মন এই ঘৃণ্য পরিবর্তন নিয়ে সরাসরি টুঁ শব্দটিও করেননি। বরং "কমিটি সুপারিশ জমা দিলে তবেই সিদ্ধান্ত" বলে গোটা বিষয়টির দায় সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি। তাঁর মুখে কেবল ২০০ থেকে ২১০টি লেসন প্ল্যানের মধ্যে পাঠক্রম শেষ করার এবং শিক্ষাদিবস বাড়ানোর গালভরা বুলি। শিক্ষাবিদদের মতে, লেসন প্ল্যান বা শিক্ষাদিবস বাড়ানোর তত্ত্ব নিতান্তই আইওয়াশ। আসল লক্ষ্য হল, শিক্ষার খোলনলচে বদলে দিয়ে সেখানে উগ্র সাম্প্রদায়িকরণ ও ঘৃণার বিষ ঢোকানো। রাজনৈতিক পালাবদলের মাশুল যে এভাবে রাজ্যের কচি-কাঁচাদের সিলেবাসের ওপর কোপ মেরে চোকাতে হবে, তা ভেবেই শিউরে উঠছে গোটা শিক্ষামহল। একনায়কতন্ত্রের এই নগ্ন আস্ফালন রাজ্যের শিক্ষার মেরুদণ্ডটাই ভেঙে দেওয়ার এক গভীর চক্রান্ত।

খুনের অভিযুক্তকে পিটিয়ে খুন

প্রতিবেদন : দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর থানা এলাকার কামরাবাদ ফুলের হাট সংলগ্ন আম্বেদকর নগরে এক যুবককে বেধড়ক পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল স্থানীয় বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে। মৃত যুবকের নাম গোপাল হালদার। পুলিশ সূত্রে খবর, চার বছর আগে বাড়ির মালিক কেবো হাজরার ছেলে লাল্টু হাজরা খুন হন, যে মামলায় গোপাল প্রধান অভিযুক্ত ছিল এবং সম্প্রতি জামিনে মুক্ত হয়েছিল। ঘটনার নেপথ্যে পুরনো শত্রুতা নাকি অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে গোপাল হালদার সহ তিনজন দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হঠাৎই আম্বেদকর নগরের বাসিন্দা কেবো হাজরার বাড়িতে চড়াও হয়। ঘরের ভিতর ঢুকে তারা হামলা চালালে পরিবারের সদস্যরা ভয়ে চিৎকার ও আর্তনাদ শুরু করেন। সেই চিৎকার শুনে আশেপাশের প্রতিবেশীরা লাঠিসোঁটা নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। উত্তেজিত জনতাকে ধেয়ে আসতে দেখে পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে গোপালের সঙ্গে থাকা বাকি দুই সহযোগী এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয়। কিন্তু গোপাল পালাতে পারেনি, তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

একাদশ–দ্বাদশে নিয়োগে ইন্টারভিউ

প্রতিবেদন : ৮ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া। স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে তাদের ইনটিমেশন লেটার ডাউনলোড করা যাচ্ছে। আগামী ৮ অক্টোবর হবে বাংলা, অর্থনীতি। ৯ অক্টোবর হবে অর্থনীতি, ইতিহাস, সংস্কৃত। ১২ এবং ১৩ অক্টোবর যথাক্রমে ইংরেজি এবং গণিতের ইন্টারভিউ হবে। ২৭০০-এরও বেশি প্রার্থী এই ইন্টারভিউয়ে অংশে নেবেন বলে জানিয়েছে এসএসসি। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সংশোধিত তালিকায় থাকা প্রার্থীদেরকেই এবার ডাকা হয়েছে ইন্টারভিউয়ের জন্য।

পথ দুর্ঘটনায় আহত ১০

প্রতিবেদন: দুটি বাসের রেষারেষিতে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের উলুবেড়িয়া থানার শ্মশানতলায় দুর্ঘটনা। আহত ১০। বাসের সঙ্গে রেষারেষি করতে গিয়ে মেদিনীপুরগামী যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে লরির পিছনে গিয়ে ধাক্কা মারে। আহতরা চিকিৎসাধীন।

মিথ্যার বেসাতি অন্নপূর্ণায়

(প্রথম পাতার পর)

ক্যাম্পের সামনেও বিক্ষোভ দেখান মহিলারা। অন্যদিকে, ধনেখালি ব্লকের পলাশি হাইস্কুল, বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার এক সরকারি শিবিরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন মহিলারা। ক্যানিং ১ নম্বর বিডিও অফিসের সামনে মহিলারা ক্ষোভে চেয়ার, টেবিল উল্টে ভাঙচুর চালায়।

ক্ষোভে উত্তাল উত্তরবঙ্গও। মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয় স্থানীয় বিডিও-র বিরুদ্ধে অভিযোগকে কেন্দ্র করে। মালদহের রতুয়া-২ ব্লকের মহারাজনগর হাই মাদ্রাসাতেও অন্নপূর্ণার টাকা না পাওয়া নিয়ে বিক্ষোভের অভিযোগ উঠেছে। কোচবিহার শহরের রবীন্দ্র ভবনেও অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পাওয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন একদল মহিলা। এছাড়াও, উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘি সহ একাধিক ব্লকে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। গোয়ালপোখর, রায়গঞ্জ ব্লকেও একই দাবিতে মহিলারা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, বকেয়া টাকা বা নতুন ফর্ম জমার সঠিক ব্যবস্থা না হলে আগামী দিনে আরও বড় আন্দোলনের পথ বেছে নেবেন।

বার্ধক্য ও বিধবা ভাতা নিয়েও উঠছে টাকা না পাওয়ার অভিযোগ। সকলের একই অভিযোগ সমস্যার সমাধানের আশায় প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে সেবা শিবিরে গিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি। এরপরই রাস্তায় নেমে পড়েন তাঁরা। প্রশ্ন উঠছে, প্রতিশ্রুতির টাকা পেতে যদি উপভোক্তাদের রাস্তায় নামতে হয়, তাহলে সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন কোথায়?

সোশ্যাল মিডিয়ায় জাত তুলে অপমানেও শাস্তি

প্রতিবেদন: সোশ্যাল মিডিয়াতেও জাত তুলে টিপ্পনী কাটলে বা অপমান করলে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। এমনকি অপরাধ প্রমাণিত হলে যথাযথ শাস্তিও হবে। এমনটাই পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের। সমাজমাধ্যমে জাত তুলে গালাগালিও এসসি-এসটি এ্যাক্ট বা তফসিলি জাতি ও উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইনের আওতায় পড়ে। একটি মামলায় রায় দিতে গিয়ে বিচারপতি উদয় কুমার জানান, এসসি-এসটি অ্যাক্ট অর্থাৎ তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৯ হল প্রান্তিক জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অপরাধ ও সহিংসতা বন্ধ করার জন্য তৈরি হয়। সেক্ষেত্রে আইনের ৩(১)(আর) ও ৩(১)(এস) ধারায় ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান বা ভয় দেখিয়ে জনসমক্ষে হেয় করা হলে ৬ মাস থেকে ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং জরিমানা হতে পারে। এবং ৩(২)(ভি) ধারায় তফসিলি জাতি উপজাতির ব্যক্তিকে অপমান করার অপরাধে শাস্তি ১০ বছর বা তার বেশি, এমনকী আজীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এই ধারায়ও কঠোর শাস্তি হয়।

রাজ্য
3 October, 2026 • Saturday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

...আর মাত্র ১৪ দিন

গুনার্সবেরি পার্কে ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ দুর্গাপুজো

লন্ডন শারদোৎসবের বিষয় ভাবনায় দূরদর্শনের শতবর্ষ

সুমনা আদক • লন্ডন

বছরের পর বছর কেটে যায়, বদলে যায় সময়, বদলে যায় প্রজন্ম। কিন্তু শরতের আকাশে সাদা মেঘ ভেসে উঠলেই প্রবাসী বাঙালির মন যেন ফিরে যায় সেই বাংলায়। কাশফুলের দোলা, ঢাকের আওয়াজ, ধুনোর গন্ধ আর মায়ের মুখ সব মিলিয়ে দুর্গাপুজো শুধু একটি উৎসব নয়, বাঙালির আবেগ, স্মৃতি ও শিকড়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এক অনন্য অনুভূতি। আর সেই অনুভূতিকেই বিদেশের মাটিতে বছরের পর বছর ধরে বাঁচিয়ে রেখেছে লন্ডন শারদোৎসব।

লন্ডনের গুনার্সবেরি পার্কে আয়োজিত এই পুজো আজ শুধু একটি দুর্গাপুজো নয়, ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ দুর্গোৎসব হিসেবে প্রবাসী বাঙালির ক্যালেন্ডারে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। আগামী ১৬ থেকে ১৮ অক্টোবর গুনার্সবেরি স্পোর্টস ক্লাবে ফের বসবে সেই চেনা মিলনমেলা। তিন দিন ধরে উৎসবের আবহে মুখরিত হবে গোটা এলাকা। বকুলতলা, রঙ্গমঞ্চ, ঠাকুরদালান সবকিছুর সমন্বয়ে বিদেশের মাটিতেই যেন তৈরি হবে এক টুকরো বাংলা। এখানে পুজো মানেই শুধু প্রতিমা দর্শন নয়, এখানে মিশে থাকে ঘরের টান, পুরনো দিনের স্মৃতি এবং নতুন প্রজন্মকে শিকড়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার এক আন্তরিক প্রয়াস। মহাষষ্ঠীর বোধন থেকে শুরু করে পঞ্জিকা মেনে পুজোর সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান অঞ্জলি, ধুনুচি নাচ, আরতির আবহে তিনদিন ধরে চলবে উৎসব। প্রবাসে থেকেও যাতে বাঙালি তার উৎসবের স্বাদ, গন্ধ ও

ঐতিহ্যকে অনুভব করতে পারে, সেই চেষ্টাই লন্ডন শারদোৎসবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এবারের আয়োজনেও রয়েছে বিশেষ চমক। দূরদর্শনের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে লন্ডন শারদোৎসবের মঞ্চে থাকছে বিশেষ সাংস্কৃতিক আয়োজন। তিনদিন-তিনরাতের এই মহোৎসবে অংশ নেবেন সাধারণ প্রবাসী বাঙালি থেকে শুরু করে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। বাংলার সংস্কৃতি, গান, অভিনয় ও বিনোদনের নানা রঙে সাজবে উৎসবের প্রতিটি সন্ধ্যা। আয়োজনের অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে 'ঠাকুমার ঝুলি'-র বিশেষ পরিবেশনা। পাশাপাশি 'লন্ডনে গপ্প' ও 'গপ্প মিরের ঠেক'-এর মতো অনুষ্ঠানও দর্শকদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবে গল্প, আড্ডা আর বাঙালিয়ানার সেই চেনা জগতে। বিভিন্ন ভারতীয় শিল্পী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিও উৎসবের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেবে।

এই বিশাল আয়োজনের নেপথ্যে রয়েছেন একদল নিবেদিতপ্রাণ মানুষ। সুরঞ্জন সোম, সৌরভ নিয়োগী, অনামিকা-সহ একাধিক উদ্যোক্তা ও সংগঠকের নিরলস প্রচেষ্টায় প্রতি বছর এই উৎসব আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। তাঁদের কাছে এই পুজো কেবল একটি অনুষ্ঠান নয়, এটি প্রবাসে বাঙালির অস্তিত্ব, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধরে রাখার এক দায়বদ্ধতা। লন্ডন শারদোৎসব তাই বয়সের সীমা মানে না। এখানে যেমন থাকেন বহু বছর ধরে ব্রিটেনে বসবাসকারী প্রবাসী বাঙালিরা, তেমনই ভিড় করেন নতুন প্রজন্মের তরুণ-তরুণী ও শিশুরা। কারও কাছে এটি শৈশবের পুজোর স্মৃতি, কারও কাছে নতুন করে নিজের সংস্কৃতিকে আবিষ্কারের সুযোগ। আর মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে সেই মুহূর্তে দূরত্ব মুছে যায় লন্ডন আর কলকাতা যেন এক হয়ে যায়।

উৎসবের আবহকে আরও বর্ণময় করে তুলতে সহযোগী হিসেবে থাকছে একাধিক পরিচিত প্রতিষ্ঠান ও ব্র্যান্ড এইচডিএফসি, এসবিআই, উডল্যান্ডস হসপিটাল, অ্যাডামাস নলেজ সিটি, হালদিরামস-সহ আরও অনেকে। তাঁদের সহযোগিতায় প্রবাসের এই বৃহৎ দুর্গোৎসব আরও ব্যাপক পরিসর পাচ্ছে। গুনার্সবেরি পার্কে যখন ঢাক বাজবে, ধুনোর ধোঁয়া উঠবে আর মায়ের আরতির আলোয় আলোকিত হবে ঠাকুরদালান, তখন কয়েক হাজার মাইল দূরের বাংলার সঙ্গে যেন তৈরি হবে এক অদৃশ্য সেতু। কারণ দুর্গাপুজো আসলে ঠিকানা মানে না। মায়ের আগমন যেখানে, সেখানেই তো বাঙালির ঘর।

লন্ডন শারদোৎসব সেই ঘরটাকেই প্রতি বছর নতুন করে সাজিয়ে তোলে বিদেশের মাটিতে, বাঙালির ভালোবাসায়, মায়ের আশীর্বাদে।

মা-মেয়ের যুগলবন্দিতে তৈরি স্বপ্নের বুনন

সুমন তালুকদার • বসিরহাট

একই ছাদের নিচে মাটির সোঁদা গন্ধ আর রং তুলির টান, দুই মিলেমিশে একাকার। মা-মেয়ের যুগলবন্দিতে তৈরি হচ্ছে স্বপ্নের বুনন। মায়ের আঙুলের ছোঁয়ায় মাটির তাল থেকে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে দেবী দশভুজার অবয়ব। আর ঠিক পাশেই ক্যানভাসে সেই দেবীকেই নিজের মতো করে রঙে-তুলিতে এঁকে চলেছে পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া মেয়ে। বসিরহাটের আশ্রমপাড়ায় মা-মেয়ের এই শিল্পচর্চা যেন একসঙ্গে বয়ে নিয়ে চলেছে ঐতিহ্য, আবেগ আর নতুন প্রজন্মের স্বপ্ন।

মায়ের শিল্পভাবনা রক্তে মিশে গেছে তাঁর মেয়েরও। তবে মেয়ে বেছে নিয়েছেন ক্যানভাস আর রঙ-তুলিকে। মায়ের তৈরি মূর্তি বা চারপাশের গ্রামীণ জীবনকে নিজের কল্পনার রঙে মিশিয়ে মেয়ে এঁকে চলেন একের পর এক অসাধারণ ছবি। জলরঙ, তেলরঙ কিংবা অ্যাক্রিলিক— সব মাধ্যমেই তাঁর অবাধ বিচরণ। বিশেষ করে মায়ের মৃৎশিল্পের রূপ তৈরির

মুহূর্তগুলোকে তিনি যেভাবে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলেন, তা এককথায় অনবদ্য।

পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া পরিধি বিশ্বাসের হাতের কাজ দেখলে অবাক হতে হয়। মেয়ের হাতে খড়ি মা অনন্যা বিশ্বাসের কাছেই। বসিরহাটের আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা অনন্যা বিশ্বাস বংশপরম্পরায় মৃৎশিল্পের সঙ্গে যুক্ত। পরিবারের শিল্পচর্চার সঙ্গে রয়েছেন তাঁর স্বামী বিশ্বজিৎ বিশ্বাস এবং শ্বশুর প্রসেনজিৎ বিশ্বাসও। বছরের বিভিন্ন সময় বিশ্বকর্মা, গণেশ, দুর্গা, কালী-সহ নানা দেবদেবীর প্রতিমা তৈরি করেন তাঁরা। মাটির তাল তৈরি থেকে শুরু করে কাঠামো বাঁধা, ধীরে ধীরে প্রতিমার অবয়ব ফুটিয়ে তোলা, মুখের আদল তৈরি, চোখ আঁকা—প্রতিটি ধাপেই রয়েছে শিল্পীর ধৈর্য আর নিখুঁত হাতের কাজ। সেই কাজই প্রতিদিন চোখের সামনে দেখছে পারিধি। তবে শুধু দেখা নয়, মায়ের সঙ্গে হাত লাগিয়েও প্রতিমা তৈরির কাজ শেখার চেষ্টা করছে সে। আর অবসরে রং-তুলি নিয়ে বসে পড়ছে ক্যানভাসের সামনে।

ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকার প্রতি প্রবল আগ্রহ পারিধির। দুর্গার পাশাপাশি কালী, গণেশ, সরস্বতী-সহ বিভিন্ন দেবদেবীর ছবি নিজের ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলেছে সে। পড়াশোনার পাশাপাশি শিল্পের প্রতিও তার এই আগ্রহ দেখে খুশি পরিবার। পারিধির স্বপ্ন, বড় হয়ে একজন শিল্পী হওয়া। মায়ের হাত ধরে যে শিল্পের জগতে তার প্রবেশ, ভবিষ্যতে সেই শিল্পকেই আরও বড় করে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় সে।

মায়ের হাতে যখন মাটি পেয়ে মৃন্ময়ী হয়ে উঠছেন দেবী, তখন সেই দেবীরই চিন্ময়ী রূপ নিজের ক্যানভাসে খুঁজে নিচ্ছে মেয়ে।

পাশে আছি সিজেপির : নেত্রী

(প্রথম পাতার পর) ঘটনা হল বিশিষ্ট অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহ, অভিনেত্রী শাবানা আজমি এবং প্রবীণ গীতিকার জাভেদ আখতার পাশে দাঁড়ান সিজেপির এই আন্দোলনের। বার্তা পাঠিয়েছেন আন্দোলনের মঞ্চে। বিকেলেই সেখানে পৌঁছে গিয়ে সিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা যায় নাসিরুদ্দিনকে। অভিজিৎ দীপকের নেতৃত্বে এই আন্দোলন শাসক বিজেপিকে যে ব্যাপক দুশ্চিন্তায় ফেলেছে তার প্রমাণ দাদার এবং শিবাজি পার্ক এলাকায় বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন। দীপকের অভিযোগ, দেশের গণতন্ত্র ধ্বংস করছে কমিশন।

এদিকে শুক্রবার দুপুরে কলকাতায় ফিরে জ্ঞানেশ কুমার ইস্যুতে সিজেপির আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থনের কথা জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে বাকি শরিকদের সঙ্গে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে সরব হয়েছিলেন তিনি। পরদিন দিল্লির বুকে সাংবাদিক বৈঠক থেকেও অবৈধ এসআইআর নিয়ে জ্ঞানেশ কুমার ও বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেন তৃণমূলনেত্রী। এদিন দমদম বিমানবন্দর থেকে বেরনোর সময়ও তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সমর্থন জানান সিজেপির আন্দোলনকে। এদিন তাঁকে দেখতে ও তাঁর প্রতি সমর্থন জানাতে হাজারো কর্মী-সমর্থক এয়ারপোর্টের বাইরে জড়ো হয়েছিলেন। সাংসদ দোলা সেনের সঙ্গে নেত্রী বাইরে বেরিয়ে আসতেই তাঁরা নেত্রীর সমর্থনে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন। ওঠে স্লোগান, 'জয় বাংলা' ধ্বনি।

এদিকে জ্ঞানেশের পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল রাজধানী দিল্লিও। আন্দোলন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল পুলিশ। বন্ধ করে দেওয়া হয় ১১টি গুরুত্বপূর্ণ মেট্রো স্টেশন। যন্তর-মন্তরে পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক ধস্তাধস্তি হয় আপ নেতা-কর্মীদের। দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অতিশি, আপনেতা সৌরভ ভরদ্বাজ-সহ প্রায় ৫০০ আন্দোলনকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। চ্যাংদোলা করে ভ্যানে তোলা হয় অতিশি এবং সৌরভ ভরদ্বাজকে। সংবিধান বাঁচাও আন্দোলন রুখতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে দিল্লি পুলিশ।

রেজিনগরে ঝড় কল্যাণ-কুণালের

(প্রথম পাতার পর) কাশীপুর হাটতলায় জনসভা করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিটি জনসভার মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

পুরনো থানা এলাকায় রবিউল আলম চৌধুরীর সমর্থনে জনসভায় প্রার্থী-সহ উপস্থিত ছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুণাল ঘোষ, যুব তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় পাল, উত্তর কলকাতার যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শক্তিপ্রতাপ সিং, যুবনেতো শুভ্রজিৎ হাজরা, ছাত্রনেতা বর্ণ বর্মন-সহ অন্যরা। এদিন কল্যাণ, কুণাল নিজেদের বক্তব্যে এলাকা মাতিয়ে দেন। শ্রীরামপুরের সাংসদ বলেন, গত সাড়ে পাঁচ মাসে রাজ্যে কোনও উন্নয়ন হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী শুধু খোল-করতাল নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। রাজ্যে কোনও শিল্পপতি, ব্যবসায়ী কাজ পায়নি। গরিব মানুষদের, হকারদের পেটে লাথি মারছে বিজেপি সরকার। কল্যাণ বলেন, এই সাড়ে চার মাসে সবচাইতে অবহেলিত, ঘৃণিত হতে হচ্ছে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষকে। গোটা বাংলা জুড়ে তাঁদের উপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে, বেছে বেছে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। অথচ সব ধর্মের মানুষের আত্মবলিদানের মধ্যে দিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছিল। এর জবাব রেজিনগরের মানুষকে দিতে হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে। শ্রীরামপুরের সাংসদ বলেন, রেজিনগরের মানুষ ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছেন। গোটা দেশ রেজিনগরের মানুষের দিকে তাকিয়ে আছে। বিজেপি যেভাবে ভোট চুরি থেকে গণতন্ত্রকে হত্যা করছে তার বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে ঝড় উঠেছে। এই সময় বিজেপিকে শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ রেজিনগরের মানুষের সামনে এসেছে।

বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ নিজের বক্তব্যে বলেন, বিজেপি সরকারের আমলে গোটা দেশে পেট্রোল, ডিজেল, গ্যাস, সারের দাম প্রায় নিত্যদিন বাড়ছে। শ্রমিক, কৃষক, সাধারণ মানুষের চাপ বাড়ছে। আর বিজেপি ধর্মের নামে বিভাজনের রাজনীতি করছে, পলিশকে দিয়ে সন্ত্রাসের, আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করছে, যেন জঙ্গলরাজ চলছে। তাই বিজেপি বিরোধী ভোটকে ভাগ হতে দেওয়া যাবে না। এ-প্রসঙ্গে কুণাল বলেন, বিজেপি একমাত্র ভয় পায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং তাঁর সৈনিকদের। তাই তৃণমূলকে ভাঙার চেষ্টা করছে গদ্দার বিধায়ক, সাংসদদের দিয়ে। দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধীরা একত্রে লড়াইয়ের ডাক দিয়েছেন। ফলে বিজেপি'কে হারাতে রবিউল আলম চৌধুরীকে ফুটবল খেলোয়াড় চিহ্নে ভোট দিতে হবে। রেজিনগরের মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে বিজেপি বিরোধী লড়াইয়ে তাঁরা ইমানদারদের সঙ্গে থাকবেন না গদ্দারদের সঙ্গে থাকবেন। এরপরই কুণাল ঘোষ প্রশাসনের উদ্দেশে বলেন, মানুষকে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দিন। তাঁর সংযোজন, বিজেপি বিরোধী সব রাজনৈতিক দল একত্রে বুথ পাহারা দিন। বিজেপি যেভাবে ভোটের দিন সন্ত্রাসের কথা ভাবছে তা একত্রে প্রতিহত করুন গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে। যেন প্রত্যেক বুথে এজেন্ট থাকে সেটা সুনিশ্চিত করতে হবে।

জলদাপাড়ায় পর্যটকদের জন্য বড় ধাক্কা! হাতি সাফারির অনলাইন বুকিং বন্ধ। দশদিনের বেশি সেই পরিষেবা বন্ধ রয়েছে

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে শিবিরেই বিক্ষোভ মহিলাদের

কোচবিহারে মহিলাদের বিক্ষোভ। জনকল্যাণ শিবিরের বাইরে অবস্থানে বসেন সকলে। প্রকল্পের নামে জুমলা বলে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তাঁরা।

বানারহাট ও মালবাজারে টাকা না মেলা এবং প্রশাসনিক অসহযোগিতার অভিযোগে বিক্ষোভ দেখালেন শয়ে শয়ে মহিলা।

উত্তর দিনাজপুরের বিভিন্ন জায়গাতেও চলল মহিলাদের বিক্ষোভ। শুক্রবার আবেদনপত্র হাতে নিয়ে শিবিরে আসা নেতাদের ঘেরাও করেন মহিলারা।

পাচারকারী ধৃত

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : জেলা জুড়ে চলছিল রমরমিয়ে মাদক পাচার। প্রশাসনের নাকের ডগায় এই পাচারের ব্যাবস্থা নেওয়া হয়নি এতদিন। স্থানীয় বাসিন্দাদের চাপে পড়ে অবশেষে ব্যবস্থা নিল পুলিশ। গোঁসাইপুর বাইপাস এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার সহ এক যুবককে গ্রেফতার করার পাশাপাশি, রায়গঞ্জে ধৃত এক বাবা ও ছেলের পৈতৃক বাড়ি সিল করে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম ঘটনাটি ঘটে করণদিঘী থানার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের গোঁসাইপুর বাইপাস এলাকায়। গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে মালদহের সাহাবাজপুর গ্রামের বাসিন্দা আরমান হোসেন নামে এক যুবককে আটক করে পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে দুটি চিপস ও দুটি সাবানের প্যাকেটে লুকিয়ে রাখা মোট ৪০৭ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। শুক্রবার তাকে রায়গঞ্জ আদালতে পেশ করা হয়। আদালতে ধৃতকে পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

প্রধান পদ নিয়ে টাকার খেলা, বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে আক্রান্ত দলনেত্রীর স্বামী

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : বিজেপির দল নিয়ে ভূড়ি ভূড়ি অভিযোগ। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদ কেনা নিয়ে চলছে টাকার খেলা। এরইমধ্যে দলে শুরু কোন্দল। প্রধানপদের দাবীদার বিজেপির নেত্রীর স্বামীর মাথা ফাটল সেই কোন্দলে। শুক্রবার জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে চলল বিজেপির এই নাটক। এই সংঘাতে গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আমগুড়ির এক বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী ধনেশ্বর রায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে স্থানীয় রাজনৈতিক মহল। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ডে প্রধান পদপ্রার্থী হওয়াকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। উত্তর মণ্ডলের সম্পাদক জয়ন্ত রায়ের স্ত্রী ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান উপপ্রধান।

অভিযোগ রয়েছে, তাঁর স্ত্রী প্রধান পদের প্রবল দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত পদ না পাওয়ায় দলের অন্দরে চরম অসন্তোষ তৈরি হয়। এই বিরোধের জেরে বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া চলাকালীন বড়সড় আর্থিক লেনদেনের অভিযোগও প্রকাশ্যে এসেছে। বিজেপির উত্তর মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক অতুলচন্দ্র রায়ের দাবি, প্রধান পদ পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাসে জয়ন্ত রায় তাঁর বাড়িতে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমীকরণ বদল হওয়ায় জয়ন্ত রায়ের স্ত্রী প্রধান পদ পাননি। এর পরেই ক্ষিপ্ত হয়ে গত বুধবার অতুলচন্দ্র রায়ের বাইক আটকে দেন জয়ন্ত রায়। পরবর্তীতে সেই বাইকটি স্থানীয় পানবাড়ী ফাঁড়িতে জমা দেওয়া হয়। বাড়িতে হামলা ও মারধর পরিস্থিতি চূড়ান্ত রূপ নেয় গত বৃহস্পতিবার রাতে। ওই রাতে উত্তর মণ্ডল সম্পাদক জয়ন্ত রায় ও মণ্ডল সভাপতি সুভাষ রায়ের অনুগামীরা অতুলচন্দ্র রায়ের বাড়িতে চড়াও হয়ে হামলা চালান বলে অভিযোগ। এই হামলার মাঝেই দুপক্ষের হাতাহাতিতে গুরুতর জখম হন পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী ধনেশ্বর রায়। তাঁর মাথা ফেটে রক্তপাতের ঘটনা ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়। পাল্টা সাফাই অভিযুক্তের যদিও নিজেদের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত নেতা জয়ন্ত রায়। তাঁর দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে তাঁর বা দলের অন্য কোনো নেতার কোনো দূরতম সংযোগ নেই। তাঁকে এবং স্থানীয় নেতৃত্বকে কালিমালিপ্ত করতেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই মিথ্যা অভিযোগ তোলা হচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গেরুয়া শিবিরের অন্দরে তৈরি হওয়া এই অসন্তোষ ও প্রকাশ্য কোন্দল দলের ভাবমূর্তি কতটা ক্ষুণ্ণ করবে, এখন সেটাই দেখার।

দলের সদস্যদের হাতে আক্রান্ত বিজেপি নেত্রীর স্বামী।

হাসপাতালের গেটে লরির ধাক্কা, চাপা পড়েন শিশু সহ ২

প্রতিবেদন : চিকিৎসা সরঞ্জাম বোঝাই একটি বিশাল কন্টেনারের সজোরে ধাক্কা মাল হাসপাতালের প্রধান গেটে। দুর্ঘটনায় কংক্রিটের কাঠামো ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। বালুরঘাটের ঘটনা। এই আকস্মিক ঘটনায় বৃহস্পতিবার ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে যান এক

মহিলা এবং এক শিশু, যাঁদের অবস্থা বর্তমানে গুরুতর। শুধু তাই নয়, গাড়ির ধাক্কায় হাসপাতালের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা দুটি মোটরবাইকও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘটনার আকস্মিকতায় গোটা হাসপাতাল চত্বরে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রধান গেট দিয়ে সমস্ত ধরনের যাতায়াত পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুর্ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা ও সেখানে উপস্থিত সাধারণ মানুষ। গাড়ির চালককে ঘিরে ধরে বিক্ষুব্ধ জনতা মারধর শুরু করে বলে জানা গিয়েছে। সেই উত্তপ্ত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েই চালক ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়।

প্রশ্নে বন দফতরের নজরদারি, ফের হাতির মর্মান্তিক মৃত্যু

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : শালবনি, আলিপুরদুয়ারের পর এবার জলপাইগুড়ি। ফের মৃত্যু হল হাতির। কেন বারে বারে হাতির মৃত্যু? কোথায় বন দফতরের নজরদারি? উঠেছে প্রশ্ন। জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলসংলগ্ন এলাকায় অবৈধভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া কাঁটাতারের বেড়ায় জড়িয়ে একটি পূর্ণবয়স্ক বুনো হাতির মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় বন বিভাগের প্রাথমিক অনুমান, বন্যপ্রাণীর হাত থেকে ফসল বাঁচাতে জমিতে পাতা বিপজ্জনক ও ধারালো ব্লেডযুক্ত তারে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত জমির মালিক পলাতক রয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার রাতে বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের অন্তর্গত নোধাবাড়ি এলাকায় হাতিটি খাবার বা চলাচলের উদ্দেশ্যে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে স্থানীয় একটি কৃষিজমির কাছে আসে। সেই সময় জমির চারপাশে সুরক্ষার নামে অবৈধভাবে ঘেরাও করা বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে আসতেই মারাত্মকভাবে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই হাতিটির মৃত্যু হয়। শুক্রবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা ধানখেতের পাশে মৃত হাতিটি দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বন দফতরে খবর দেন। এদিকে বন্যপ্রাণী সুরক্ষার আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এ ধরনের বিপজ্জনক ও প্রাণঘাতী ব্যবস্থা গ্রহণের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন স্থানীয় পরিবেশপ্রেমীরা। বন বিভাগ সূত্রে জানানো হয়েছে, অভিযুক্ত জমির মালিকের খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। আইন লঙ্ঘন করে বন্যপ্রাণীর জীবন বিপন্ন করার এই অপরাধে তার বিরুদ্ধে কঠোরতম আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

খেতের মধ্যে পড়ে রয়েছে হাতির দেহ।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

3 October, 2026 • Saturday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে বাড়ছে রবিউলের প্রচার-ঝাঁঝ

প্রতিবেদন : ‘কোনও হুমকির কাছে মাথা নত করছে না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিকরা’— উপনির্বাচনের প্রচারে জোর গলায় ঘোষণা করলেন রবিউল আলম চৌধুরী। শনিবার নির্বাচনী পথসভা ছিল রেজিনগর মধ্যবাজারে বেগুনবাড়ি অঞ্চলের কাজিসাহায়। সভায় উপস্থিত ছিলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিধায়ক কুণাল ঘোষ, বাবর আলি-সহ অসংখ্য জেলা ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ ও দলীয় কর্মী সমর্থক। সভায় রবিউল বলেন, দিন ঘোষণার পর থেকেই গোটা রেজিনগর জুড়ে পুলিশ দিয়ে যেভাবে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছে বিজেপি, তাতে ক্ষোভে ফেটে পড়ছেন রেজিনগরের মানুষ। সাম্প্রতিক অতীতে রেজিনগরের মানুষকে কখনও এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি। ৬ অক্টোবর বিজেপির লাগামছাড়া সন্ত্রাস, হুমকির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন রেজিনগরের মানুষ। পুলিশি অত্যাচারে তাঁদের জীবন যেন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে তাঁরা ভরসা রাখছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর। রাত বাড়লেই অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুলিশরা হুমকি দিচ্ছে। মিথ্যে মামলা দিচ্ছে। শুভেন্দু অধিকারীর প্রচারের পর থেকে পুলিশের সক্রিয়তা আরও বেড়েছে। স্থানীয় ১৪টি সংবাদ মাধ্যমকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যাতে রেজিনগরের কোনও খবর না করা হয়। বিজেপি গদ্দারদের মাঠে নামিয়েছে।

তবে মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরীকে ফুটবল খেলোয়াড় চিহ্নে ভোট দিয়ে বিজেপিকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার বিষয়ে যেন দৃঢ় সংকল্প নিয়েছে। তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য, বেইমানদের সঙ্গে নয়, তাঁরা থাকবেন ইমানদারদের সঙ্গে। প্রার্থী রবিউল আরও জানিয়েছেন, গত দু’দিন ধরে বিজেপি পুলিশ প্রশাসনকে দিয়ে মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের লাগাতার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আসলে বিজেপি ভয় পেয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমরাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য শেষ নিঃশ্বাস থাকা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাব।

তৃণমূল নেতার বাড়িতে হামলা চালাল বিজেপি

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : দলের মাথারা মাঝে মাঝেই প্রতিহিংসার রাজনীতির নিন্দা করেন। তার পরেও বিজেপি নেতা-কর্মীরা তৃণমূল নেতা-কর্মীদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছেন, পুলিশ দিয়ে হেনস্থা করছেন। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং ব্লকের ৪ নং দশগ্রাম অঞ্চল তৃণমূল নেতা অতনু সিংহের বাড়িতে বিজেপির বেশ কয়েকজন হামলা চালায় বলে অভিযোগ। এ নিয়ে সবং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে অতনুর পরিবার। পরিবারের অভিযোগ, গতকাল বিকেলের পর হঠাৎ ১৫ থেকে ২০ জন লোক বাড়িতে হামলা চালায়। জানলার কাচ ও অন্য জিনিসপত্র ভাঙচুর করে। পরে গতকাল রাতেই সবং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে অতনুর পরিবার। বিজেপির কিছু লোকজন হামলা চালিয়েছে, আমাকে মিথ্যা মামলা দিয়েছে, আমি বাইরে আছি, তাই সুযোগ বুঝে এক বিজেপি নেতার নির্দেশে এসব হয়েছে বলে সরাসরি অভিযোগ তুলেছেন অতনু।

বিজেপি কর্মীদের হামলা চালানোর ছবি।

কাশ্মীরে দুর্ঘটনায় আহত বীরভূমের ২০

প্রতিবেদন : কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়ে বিপত্তি। বাস দুর্ঘটনায় আহত হলেন বীরভূমের বহু পর্যটক। নানুরের তাকোড়া গ্রামের কুরবান শেখ ২১ সেপ্টেম্বর প্রায় ৫২ জনের একটি দলকে নিয়ে বাসে কাশ্মীর বেড়াতে গিয়েছিলেন। প্রথমে তাঁরা আজমের শরিফে যান। সেখান থেকে রওনা হন কাশ্মীরের উদ্দেশে। সেখানেই দুর্ঘটনা। বৃহস্পতিবার দুপুরে কাশ্মীরের রামবন থানা এলাকায় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের লোহার গার্ডে ধাক্কা মেরে উল্টে যায়। দুর্ঘটনায় প্রায় ২০ জন যাত্রী কমবেশি আহত হয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার পরে স্থানীয় বাসিন্দা এবং নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। পর্যটক দলের নেতা কুরবান শেখ জানান, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি রাস্তা থেকে ছিটকে গার্ডে ধাক্কা মেরে উল্টে যায়। ওই গার্ডে ধাক্কা না লাগলে বাসটি গভীর খাদে পড়ে যেতে পারত। আহতদের কারও অবস্থা আশঙ্কাজনক নয়। তাকোড়ার রমজান শেখের ভাই হিরা শেখ, সাহেব শেখের কাকা শেখ আনোয়ার দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন। আহতদের আত্মীয়রা জানিয়েছেন, ওঁরা ফোন করে সুস্থ বলে জানিয়েছেন। তবে বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। প্রশাসনের কাছে আর্জি জানিয়েছি, ওদের যেন নিরাপদে বাড়ি ফেরানোর হয়। পুলিশ কাশ্মীরের প্রশাসন এবং ভ্রমণ সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে যাত্রীদের ফেরানোর চেষ্টা করছে।

উইনার্স এখন দুর্গা স্কোয়াড, নারীসুরক্ষায় ঝাড়গ্রামে ঘুরবে

প্রতিবেদন : মহিলাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব মহিলাদের হাতে তুলে দিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার চালু করেছিল ‘উইনার্স’ টিম। মোটরবাইকে সওয়ার হয়ে মহিলাদের দল টহল দিত পথেঘাটে। সেই উদ্যোগকেই নতুন সরকার নাম বদলে করেছে ‘দুর্গা স্কোয়াড’। জঙ্গলমহলের নারীদের সুরক্ষা দিতে সেই ‘দুর্গা স্কোয়াড’ দুর্গাপুজার আগেই ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে মহিলাদের পথেঘাটে বাড়তি নিরাপত্তা দিতেই এই মহিলা মোটরবাইক বাহিনী টহল দেবে। ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, বিধায়ক, মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে শুক্রবার ‘দুর্গা স্কোয়াড’-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল। মোট ১২টি মোটরবাইক এবং তিনটি চারচাকা গাড়ি ঘুরবে জেলার প্রতিটি থানা এলাকায়। জেলা পুলিশ সূত্রে খবর, গ্রামীণ এলাকায় টহলদারির পাশাপাশি তাঁরা পথচলতি বা দোকান-বাজারে থাকা মহিলা, কিশোরীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন। শুনবেন, তাঁদের কোনও সমস্যা বা অভিযোগ আছে কিনা। অভিযোগ থাকলে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নেবে মহিলা পুলিশ। ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই টিম মূলত স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, ছাত্রী আবাসন, বাজার, গ্রামীণ হাট এলাকায় রুট মার্চ করবে। কোনও অভিযোগ থাকলে টিম ইনচার্জ সংশ্লিষ্ট থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ঝাড়গ্রাম জেলায় মোট থানা রয়েছে নয়টি। পুলিশ ফাঁড়ি দুটি। একটি লালগড় থানার অধীন রামগড় ও বেলপাহাড়ি থানার অধীন বাঁশপাহাড়ি। একটি বিট হাউস রয়েছে ঝাড়গ্রাম থানার অধীন মানিকপাড়ায়, একটি মহিলা থানা। এই সব এলাকায় কাজ করবে দুর্গা স্কোয়াড। জেলা পুলিশ সুপার মানব সিংলা বলেন দুর্গা স্কোয়াডের উদ্দেশ্য, মহিলাদের সঙ্গে অপরাধ আটকানো। সব থানা এলাকা, স্কুল, বাজার, বাসস্টপে মোটরবাইক বাহিনী ঘুরবে। এতে মেয়েদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

জেলাশাসক আকাঙ্ক্ষা ভাস্কর বলেন, ক্ষমতায়নের মূল কথাই নিরাপত্তা। মেয়েরা ভয় জয় করে নিজেদের সমস্যার কথা জানাবে।

পুজোর শালুক তুলতে নেমে লতায় জড়িয়ে মৃত্যু প্রৌঢ়ের

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : পুজোর জন্য শালুকফুল তুলতে মর্মান্তিক পরিণতি। জলের মধ্যেই শালুকের পাতা ও লতায় পা জড়িয়ে তলিয়ে গেলেন এক ব্যক্তি। দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে উদ্ধার হল তাঁর নিথর দেহ। উৎসবের আবহে এমন মর্মান্তিক ঘটনায় শোকস্তব্ধ গোটা এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুরের কাঁকসার বিদবিহার পঞ্চায়েতের কাজলাডিহি এলাকায়। মৃতের নাম পূর্ণ হাজরা (৫০)। তিনি ওই এলাকারই বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ষষ্ঠীপুজো উপলক্ষে শালুকফুল তুলতে পুকুরে নেমেছিলেন পূর্ণ। সেই সময় আচমকাই পা পিছলে গভীর জলে চলে যান। এরপরই পুকুরের শালুকের পাতা ও লতার জটলা তাঁর পায়ে জড়িয়ে যায়। বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলেও শেষরক্ষা হয়নি।

পাঞ্জাব সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ করে দিল সীমান্তরক্ষী বাহিনী। শুক্রবার তরন তারন জেলায় আন্তর্জাতিক সীমান্ত বিএসএফ-এর গুলিতে মৃত্যু হল দুই পাকিস্তানি নাগরিকের

সংসদীয় কমিটির সঙ্গে বৈঠক বাতিল করে দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি : এক দেশ এক ভোট— নীতি কার্যকর করার জন্য গঠিত সংসদীয় কমিটির সঙ্গে প্রস্তাবিত বৈঠক সরাসরি বাতিল করে দিল শীর্ষ আদালত। সামনের ৬ তারিখেই প্রধান বিচারপতি-সহ অন্য বিচারপতিদের সঙ্গে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল ওই কমিটির। কিন্তু শীর্ষ আদালত সাফ জানিয়ে দিল, বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা এখন কোনওভাবেই সমীচিন বা বাঞ্ছনীয় নয়। আইনমন্ত্রকের আইন প্রণয়ন বিভাগকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের সেক্রেটারি জেনারেলের দফতর।

কেন বাতিল করা হবে এই বৈঠক? তার ব্যাখ্যাও দিয়েছে শীর্ষ আদালত। যেহেতু প্রস্তাবিত সংশোধনী বিলটি ভবিষ্যতে সুপ্রিম কোর্টে বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার জন্য আসতে পারে, সেই কারণেই প্রশাসনিক স্তরে এই বিষয়ে এখন আলোচনা করা উচিত নয়। প্রবীণ বিচারপতিদের মতামত অন্তত তাই। তাঁরা নিজেদের মধ্যে বিষয়টা নিয়েই আলোচনা করে এ বিষয়ে মতামত জানিয়েছেন। এই মতামতকেই

এক দেশ এক ভোট

তুলে ধরে সুপ্রিম কোর্ট তাদের বার্তায় লিখেছে, প্রস্তাবিত বৈঠকটি বাতিল করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত।

আইন বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, কোনও প্রস্তাবিত বিল নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের সঙ্গে আলোচনা করার অর্থ হল, বিচারবিভাগের ওপর প্রশাসনের বা সরকারের প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস। অর্থাৎ ভবিষ্যতে বিলটি নিয়ে কোনও মামলা হলে প্রশ্ন উঠতেই পারে, বিচারপতিদের সঙ্গে আলোচনা করে যা সিদ্ধান্ত হয়েছে, তাকে আবার আদালতে চ্যালেঞ্জ জানানো হচ্ছে কোন যুক্তিতে?

লক্ষণীয়, প্রস্তাবিত এই বৈঠকের কিন্তু তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন রাজ্যসভার সংসদ বর্ষীয়ান আইনজীবী কপিল সিবাল। তাঁর যুক্তি ছিল, বিচারপতিদের ভবিষ্যতে যদি এই বিলের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে রায় দিতে হয়, তাহলে সংসদীয় কমিটির এই আলোচনা আসলে সংবিধানের সঙ্গে রসিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই কারণেই ৬ অক্টোবরের প্রস্তাবিত বৈঠকের বিষয় তীব্র আপত্তি ছিল তাঁর।

আন্দোলন দমনে বেহায়া পুলিশ

চ্যাংদোলা করে ভ্যানে তোলা হল দিল্লির প্রাক্তন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে

নয়াদিল্লি : জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন দমন করতে শুক্রবার ন্যক্কারজনক দমন-পীড়ন চালাল দিল্লি পুলিশ। দিল্লির প্রাক্তন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী আপ নেত্রী অতিশিকে যেভাবে চ্যাংদোলা করে ভ্যানে তুলল অমিত শাহর পুলিশ তা গণতন্ত্রের পক্ষ সত্যিই লজ্জাজনক। শুধু অতিশি নয়, আপনেতা সৌরভ ভরদ্বাজকেও একইভাবে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। ১১টি গুরুত্বপূর্ণ মেট্রো স্টেশন বন্ধ করে দিয়ে এদিন দিল্লির সাধারণ মানুষকে ব্যাপক দুর্ভোগের মধ্যে ফেলে দেয় পুলিশ-প্রশাসনই। বিক্ষোভ দমন করতে ৫০০০ পুলিশকর্মী এবং নিরাপত্তারক্ষী নামানো হয়েছিল। বন্ধ করে দেওয়া হয় ইন্টারনেটও। তবে ১১০০-র বেশি বিক্ষোভকারীদের আটক করেও পুলিশ মুখ বন্ধ করতে পারেনি আন্দোলনকারীদের।

ভারতের নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা, ভোটার তালিকা সংশোধনের পদ্ধতি এবং নাগরিকের ভোটাধিকার নিয়ে ক্রমবর্ধমান বিতর্ক শুক্রবার নতুন মাত্রা পেল রাজধানী দিল্লিতে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে শুক্রবার দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভে নামেন ছাত্র সংগঠন, বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী, নাগরিক অধিকার আন্দোলনের কর্মী এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা। দিল্লি পুলিশের অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও বিক্ষোভের কর্মসূচি ঘিরে সকাল থেকেই মধ্য দিল্লিতে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই বিক্ষোভের কেন্দ্রে রয়েছে নির্বাচন কমিশনের দেশব্যাপী ভোটার তালিকা যাচাই ও সংশোধনের বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনা কর্মসূচি (এসআইআর)। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, এই প্রক্রিয়ায় বিপুল সংখ্যক বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ছে। এর ফলে শুধু ভোটার তালিকার প্রশাসনিক সংশোধন নয়, দেশের নাগরিকদের সাংবিধানিক ভোটাধিকার এবং নির্বাচনী ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতাই প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

আন্দোলন দমন করতে দিল্লি পুলিশের পাশাপাশি রিজার্ভ ফোর্স, র‌্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স এবং অন্যান্য আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যরাও ছিলেন। যন্তর মন্তরে যাওয়ার প্রধান রাস্তাগুলিতে একাধিক স্তরে ব্যারিকেড তৈরি করা হয়। টলস্টয় মার্গ, জনপথ রোড এবং সংসদ মার্গের বিভিন্ন অংশে পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়। যন্তর মন্তরের প্রবেশপথের দু'দিকই কার্যত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। পুলিশের যুক্তি ছিল, অনুমতি ছাড়া বড় জমায়েত হলে আইনশৃঙ্খলার সমস্যা তৈরি হতে পারে। দিল্লি পুলিশ প্রস্তাবিত বিক্ষোভের অনুমতি দেয়নি। অনুমতিহীন জমায়েত, মিছিল, বিক্ষোভ এবং স্লোগান দেওয়ার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে

দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অতিশিকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে শাহর পুলিশ।

যন্তর মন্তরের দিকে এগোতে গেলে বিক্ষোভকারীদের আটক করে বাসে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেত্রী অতিশি, দলের নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ, আইসা-র সর্বভারতীয় সভাপতি নেহা বোরা, সমাজকর্মী যোগেন্দ্র যাদব এবং রাষ্ট্রীয় জনতা দলের রাজ্যসভার সাংসদ মনোজ ঝা। সিপিআই(এম) নেত্রী বৃন্দা কারাটও বিক্ষোভে অংশ নেন। ছাত্র সংগঠন এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই-এর একাধিক সদস্যকেও আটক করা হয়েছে। অতিশি আটক হওয়ার পর সামাজিক মাধ্যমে জানান, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার বিরুদ্ধে তাঁদের আন্দোলন চলবে। সৌরভ ভরদ্বাজও পুলিশি হেফাজত থেকে ভিডিও প্রকাশ করে আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। বিক্ষোভের প্রভাব পড়ে রাজধানীর যোগাযোগ ব্যবস্থাতেও।

তৃণমূল-সহ বিরোধীদের নির্বাচন সদন অভিযান

মঙ্গলবার প্রতিবাদে মুখর হবে রাজধানীর রাজপথ

নয়াদিল্লি : জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে বিরোধীদের আন্দোলনে মঙ্গলবার উত্তাল হবে রাজধানী দিল্লি। নির্বাচন কমিশনের সদর দফতর নির্বাচনী সদন অভিযানকে ঘিরে বিরোধী শিবিরে তৎপরতা এখন তুঙ্গে। সাজ সাজ রব। সংসদের মকরদ্বার থেকে তৃণমূল, কংগ্রেস-সহ মোট ১৯টি দলের সাংসদরা মিছিল করে এগিয়ে যাবেন নির্বাচন সদনের দিকে। তৃণমূলের লোকসভা দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থাকবেন মিছিলে। দলের রাজ্যসভা দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন শুক্রবার জানালেন, ৬ অক্টোবর সকাল ১০টায় সংসদের দলীয় অফিসে জরুরি বৈঠকে মিলিত হবেন তৃণমূলের লোকসভা এবং রাজ্যসভার সাংসদরা। সাড়ে দশটায় সংসদের মকরদ্বারে মিলিত হবেন তৃণমূল, কংগ্রেস-সহ ১৯ দলের সাংসদরা। অংশ নেবেন সমাজবাদী পার্টি, আরজেডি, শিবসেনা (উদ্ধব), এনসিপি (এসপি), ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা, সিপিএম, সিপিআই, ফরওয়ার্ড ব্লক, আইইউএমএল- সহ বিরোধী শিবিরের বিভিন্ন দলের সাংসদরা।

বিরোধী শিবিরের ঘোষিত এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রীতিমতো সরগরম জাতীয় রাজনীতি। কারণ, ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনের আড়ালে বিজেপি-কমিশনের ভোটচুরির যৌথ ষড়যন্ত্র এখন দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট। লক্ষ লক্ষ প্রকৃত ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দিয়ে বিজেপির নির্দেশে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার কতটা নির্লজ্জভাবে মানুষের ন্যায্য ভোটাধিকার কেড়ে নিচ্ছে, তাও স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে দেশবাসীর কাছে। এই জ্ঞানেশের চক্রান্তেই

Ekdum Chor (EC)
একদম চোর (EC)
एकदम चोर (EC)

বাংলা-সহ বিভিন্ন রাজ্যে উল্টে দেওয়া হয়েছে প্রকৃত জনাদেশ, মানুষের প্রকৃত রায়। এস আই আরের নামে কারচুপির বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই সোচ্চার হয়েছিলেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে তথ্য এবং পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে বাংলায় কীভাবে ভোট লুঠ করেছে বিজেপি। কেন্দ্র ধরে ধরে তথ্য দিয়ে তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন, বিজেপিকে জেতাতে পরিকল্পনামাফিক বাংলায় ভোটের আগে এসআইআর করা হয়েছে। শুধু অপসারণ নয়, তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে, জেলে পাঠানো হোক জ্ঞানেশকে।

আসলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কীর্তিকলাপ দুই নির্বাচন কমিশনার ফাঁস করে দেওয়ার পর থেকে জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে আমজনতা। মঙ্গলবার দিল্লিতে বিরোধীদের নির্বাচন সদন অভিযানে ভাষা পাবে মানুষের সেই ক্ষোভই।

ফর্ম ৬-এর জালিয়াতি ধরলেন কুরেশি

নয়াদিল্লি : ফর্ম ৬ শুধুমাত্র নতুন ভোটারদের জন্য। দেশের প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এস ওয়াই কুরেশি পরিষ্কারভাবে একথা বলেছেন। তিনি বলেন, এটি তালিকা থেকে বাদ পড়া ভোটারদের জন্য নয়।

এস ওয়াই কুরেশি শুক্রবার নিজের এক্স-হ্যান্ডলে লিখেছেন, বাতিল হওয়া ভোটাররা ফর্ম ৬ পূরণ করতে পারবেন না। এটি শুধুমাত্র নতুন ভোটারদের জন্য। যাঁদের এটি পূরণ করতে বাধ্য করা হয়েছে, তাঁরা এক বছরের কারাদণ্ডযোগ্য ফৌজদারি অপরাধ করেছেন। নির্বাচন কমিশনের যে কর্তারা তাঁদের বাধ্য করেছেন, তাঁরা অপরাধে সহায়তাকারী। নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনকে (এসআইআর) কেন্দ্র করে চলা বিতর্কের মাঝেই কুরেশির এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টে কুরেশি লিখেছেন, ফর্ম ৬ একজন বাদ পড়া ভোটার পূরণ করতে পারেন না। এটি কেবল নতুন ভোটারদের জন্য। যে সমস্ত ভোটারদের এটি পূরণ করতে বাধ্য করা হয়েছে, তাঁরা ১ বছরের কারাদণ্ডযোগ্য একটি ফৌজদারি অপরাধ করেছেন। যে নির্বাচন কমিশন আধিকারিকেরা তাঁদের বাধ্য করেছেন, তাঁরাও এই অপরাধের সহযোগী। বিতর্কের আবহে এসআইআর হয়ে যাওয়া রাজ্যগুলিতে ফর্ম-৬-এর বদল বাতিল করা হয়েছিল আগেই।

সংসদে মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য। রয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ফ্লাইদুবাইয়ের ঘটনার পর ইজরায়েলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। জানা যাচ্ছে, নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও গত কয়েক বছরে ওমানের পাইলটরা দুবাই থেকে তেলআভিভে ফ্লাইদুবাইয়ের বিমান চালিয়েছেন। নিষেধাজ্ঞার পরেও কীভাবে ওমানি পাইলটদের অনুমতি, সেই প্রশ্ন উঠছে

জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল সিজেপির 'জেল ভরো' আন্দোলন

মুম্বইয়ের শিবাজি পার্কে বিক্ষোভ, হাজির সেলিব্রিটি থেকে আমজনতা

মুম্বই : গান্ধীজয়ন্তীতে দেশে গণতন্ত্র ফেরানোর আন্দোলন শুরু হল। মোদি জমানায় ভোটচুরির নায়ক মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে শুক্রবার গান্ধীজয়ন্তীর দিন মুম্বইয়ের শিবাজি পার্কে বিক্ষোভে শামিল হল ককরোচ জনতা পার্টি। দেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, ভোটার তালিকা সংশোধন এবং বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে প্রশ্ন তুলে তরুণদের এই সংগঠন 'জেল ভরো আন্দোলন'-এর ডাক দিয়েছিল। তাদের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক পদক্ষেপের ফলে বিপুল সংখ্যক প্রকৃত ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদে থাকার নৈতিক অধিকার নেই জ্ঞানেশ কুমারের— এই দাবিতেই আন্দোলনকারীরা সরব হন।

মুম্বইয়ের এই কর্মসূচিকে দেশব্যাপী আন্দোলনের সূচনা হিসেবে ঘোষণা করেছে সিজেপি। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দিপকের নেতৃত্বে এই আন্দোলনের মূল দাবি, জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ এবং তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি পদক্ষেপ করে গ্রেফতারি। পাশাপাশি বিতর্কিত এসআইআর প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা, ভোটার তালিকা সংশোধনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের প্রক্রিয়ায় নাগরিক সমাজের বিশেষজ্ঞদের প্রতিনিধিত্বের দাবিও তুলেছে সংগঠনটি। দুপুর থেকেই শিবাজি পার্ক ও দাদার স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় পুলিশি নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। মুম্বই পুলিশের পক্ষ থেকে এই কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া হয়নি। পুলিশের বক্তব্য, ২০১৩ সালের বম্বে হাইকোর্টের নির্দেশ এবং শিবাজি পার্ককে নীরব এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করার কারণে সেখানে এই ধরনের জমায়েতের অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ রয়েছে। যান চলাচল এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের অসুবিধার আশঙ্কার কথাও জানিয়েছিল পুলিশ। পার্কের প্রবেশপথগুলিতে ব্যারিকেড বসানো হয় এবং বিপুল সংখ্যক পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়। তবে অনুমতি না পাওয়া সত্ত্বেও আন্দোলনকারীরা কর্মসূচি চালিয়ে যান। এই আন্দোলনে চলচ্চিত্র অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহ এবং সঙ্গীতশিল্পী বিশাল দাদলানির উপস্থিতি বিশেষ তাৎপর্য পেয়েছে। অভিনেত্রী শাবানা আজমি ও প্রখ্যাত গীতিকার জাভেদ আখতার আন্দোলনের সমর্থনে আবেদন জানান। অভিনেতা প্রকাশ রাজের ভিডিও বার্তাও আন্দোলনের পক্ষে প্রচারিত হয়। তাঁদের সকলের বক্তব্যেরই মূল সুর ছিল, ভোটাধিকার নাগরিকের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার এবং ভোটার তালিকা থেকে প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ পড়ার অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা প্রয়োজন।

অন্যদিকে, সিজেপির জ্ঞানেশ-হঠাও আন্দোলনের বিরোধিতা করে 'জেন নেক্সট মুম্বই' নামে একটি গোষ্ঠী পাল্টা বিক্ষোভ দেখায়। যদিও এর পিছনে বিজেপির স্পষ্ট প্ররোচনা রয়েছে বলে অভিযোগ। এই গোষ্ঠীর অভিযোগ, সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দিপকের বক্তব্য সংবিধানের পরিপন্থী। সংবিধান রক্ষা এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের দাবিতে তারা পাল্টা কর্মসূচি নেয়। শাসকদলের মদতে শিবাজি পার্ক এলাকার কয়েকজন বাসিন্দাও আন্দোলনের স্থান নির্বাচন নিয়ে আপত্তি জানান। তাঁদের বক্তব্য, এই এলাকায় স্কুল, হাসপাতাল এবং আবাসিক এলাকা থাকায় বড় জমায়েতের ফলে যানজট ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সমস্যা তৈরি হতে পারে। অন্যদিকে, গীতিকার জাভেদ আখতার প্রশ্ন তোলেন, বড় রাজনৈতিক দলগুলির সভার ক্ষেত্রেও কি একইভাবে স্থানীয় বাসিন্দারা আপত্তি জানাবেন?

সিজেপির অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছে বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন। সংগঠনের দাবি, এই প্রক্রিয়ায় ভারতের প্রায় ১৩ কোটি ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। সিজেপির সহ-আহ্বায়ক আশুতোষ রাঙ্কা অভিযোগ করেছেন, এই বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার জন্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনার দায়ী এবং এর জবাবদিহি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনে ককরোচরা আন্দোলনের স্বার্থে কারাবরণ করতেও প্রস্তুত। অভিজিৎ দিপকে জানিয়েছেন, মুম্বইয়ের কর্মসূচি দিয়েই দেশজুড়ে আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হচ্ছে। এর আগে দিল্লির যন্তর মন্তরে ককরোচদের আন্দোলনের চাপেই প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে সরতে হয় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে। এদিন ককরোচ পার্টি জানায়, গোয়া, বেঙ্গালুরু, কলকাতা, রাঁচি-সহ দেশের বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভের পরিকল্পনা রয়েছে। চলতি মাসের শেষদিকে দিল্লির যন্তর মন্তরে বৃহত্তর কর্মসূচির মাধ্যমে আন্দোলনকে আরও বিস্তৃত করার কথা জানিয়েছেন অভিজিৎ দিপকে। তাঁর ঘোষণা, জ্ঞানেশ কুমার পদত্যাগ না করা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। সিজেপির দাবি, এই আন্দোলনের সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক জোটের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক নেই এবং সমস্ত রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সংগঠনকে এতে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

সব দোষ সফটওয়্যারের উপর চাপানো হচ্ছে! কমিশনকে তীব্র ভর্ৎসনা বম্বে হাইকোর্টের

মুম্বই: নির্বাচন কমিশনের ব্যবহৃত সফটওয়্যার ব্যবস্থার উপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরশীলতা এবং বিধিসম্মত প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে বম্বে হাইকোর্টের গোয়া বেঞ্চ। আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রস্তুত করা খসড়া ভোটার তালিকার ওপর ভিত্তি করে আইনানুগ শুনানি ও নিয়ম না মেনে কোনও ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। বিচারপতি অমিত এস জামসান্ডেকার এবং বিচারপতি ভালমিকি মেনেজেসের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ পারেশ সালগাঁওকরের নেতৃত্বাধীন একই পরিবারের ছয় সদস্যের একটি পিটিশনের শুনানিকালে এই নির্দেশ দেন।

ভোটার তালিকা সংশোধন মামলা

মামলার আবেদনকারীরা সান্তাক্রুজ বিধানসভা কেন্দ্রের ভেতরেই অন্য একটি বাড়িতে স্থানান্তরিত হওয়ার পর নিয়ম মেনে বুথ লেভেল অফিসারের নির্দেশমতো ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য 'ফর্ম ৮' জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু ইআরও এনইটি সিস্টেমে তাঁদের ভোটার পরিচয়পত্রের তথ্য খুঁজে না পাওয়ায় নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা কেবল 'বাতিল' বা 'রিজেক্ট' অপশন বেছে নিতে বাধ্য হন এবং পরবর্তীতে তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে কেটে দেওয়া হয়। সফটওয়্যারের ত্রুটির কারণে আবেদনগুলো খারিজ হয়ে যাওয়ার এই ঘটনায় চরম বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বেঞ্চ জানিয়েছে, নির্বাচন কমিশন তাদের নিজস্ব বিচক্ষণতা প্রয়োগ না করে পুরোপুরি সফটওয়্যারের ওপর ভরসা করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। একজন বিদ্যমান ভোটারকে কেবল সিস্টেমের জটিলতার কারণে নতুন ভোটার হিসেবে আবার আবেদন ('ফর্ম ৬') করতে বাধ্য করা হলে বিধিবদ্ধ ফর্মগুলোর মূল উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে যায়।

আদালত কমিশনকে প্রশ্ন করে, প্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০ এবং ভোটার নিবন্ধন বিধিমালার কোন ধারায় শুনানি ছাড়া এভাবে নাম বাদ দেওয়ার ক্ষমতা কমিশনকে দেওয়া হয়েছে, তা স্পষ্ট করতে হবে। কোনও শুনানি ছাড়া তালিকা থেকে নাম ছেঁটে ফেলার এই স্বৈরাচারী প্রবণতা বন্ধে একটি সঠিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা চালু করার ওপর জোর দিয়েছেন বিচারপতিরা।

তীব্র কটাক্ষ মোদিকে

মুম্বই: মুম্বইয়ের শিবাজি পার্কে সমর্থকদের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময় ককরোচ জনতা পার্টির নেতা অভিজিৎ দিপকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে তীব্র আক্রমণ করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ ব্যবহার করে মোদি বিশ্বভ্রমণে বের হন। দলের 'জেল ভরো আন্দোলন' শুরু করার সময় দিপকে বলেন, মোদি তাঁর ফ্যাশন সেন্স এবং বিশ্বভ্রমণ ছাড়া আর কিছুই জানেন না। দিপকে আরও বলেন, গান্ধীজি হলেন দেশের আত্মা। গান্ধীর আদর্শের জোরেই দেশ আজও সংহত রয়েছে। বিক্ষোভের মঞ্চে মহাত্মা গান্ধী এবং ড. বি আর আম্বেদকরের প্রভাবকে তুলে ধরে দিপকে বলেন, গান্ধীজি হলেন ভারতের আত্মা, আর আম্বেদকর হলেন ভারতের মেরুদণ্ড।

এদিকে, মুম্বইয়ের শিবাজি পার্কে 'ককরোচ জনতা পার্টি'র আন্দোলনটি ব্যঙ্গাত্মক মিম, সিনেমার সংলাপ এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে নিশানা করে তৈরি করা নানা স্লোগানে শুক্রবার

মুখরিত হয়ে ওঠে। বিক্ষোভকারীদের হাতে ছিল নানান প্ল্যাকার্ড, যাতে লেখা ছিল— "জ্ঞানু, তোর কি গণতন্ত্রের ওপর বিশ্বাস নেই?", "জ্ঞানেশ ভাই, এবার পদত্যাগ করো" এবং "বিশ্বাসঘাতক জ্ঞানুকে বিদায় নিতেই হবে"। এর পাশাপাশি তরুণরা তেরঙ্গা পতাকা উড়িয়ে 'চলে যাও', 'ফিরিয়ে দাও' এবং 'বন্ধ করো'-র মতো স্লোগান মুহুর্মুহু তুলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

এদিন দাদার স্টেশন ও শিবাজি পার্ক চত্বরে মুম্বই পুলিশের ব্যাপক ব্যারিকেড ও কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনী সত্ত্বেও হাতে জাতীয় পতাকা ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে আন্দোলনকারীরা বিক্ষোভস্থলে জড়ো হন। সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা ও দলীয় নেতা অভিজিৎ দিপকে মঞ্চ থেকে মহারাষ্ট্রের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন, ক্ষমতা থাকলে শিবাজি পার্কে গণতান্ত্রিকভাবে প্রতিবাদ জানানো এই আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়ে দেখাক রাজ্য সরকার। পাশাপাশি দিপকে দাবি করেন, এক দেশ, এক নির্বাচনের মুখোশে বিজেপি চাইছে এক দেশ, এক পার্টি করতে। বিরোধী শিবসেনা (ইউবিটি) এবং মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনার মতো রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি বামপন্থী ছাত্র সংগঠনও এই আন্দোলনে শামিল হয়।

পুজো ফ্যাশন ট্রেন্ড ২০২৬!

পুজো এসে গেল। শপিংমলে, দোকানে ভিড় বাড়ছে। বাঙালির কেনাকাটি তো শেষমুহূর্তেই বাড়ে। ওটাই মজা আর ওটাই আনন্দ। ট্রায়াল রুমের সামনে লম্বা লাইন। কোন পোশাকটা পারফেক্ট লাগবে, কোনটা হবে অষ্টমীর রাতের সাজ আবার কোনটা নবমীর পার্টির এটাই এখন চিন্তা। মানানসই রঙে ট্র্যাডিশন থেকে ফিউশন সবরকম পোশাকের ছড়াছড়ি, শুধু বেছে নেওয়ার দেরি। কেমন এবছরের ফ্যাশন ট্রেন্ড, কোনদিন কোন পোশাকে মানাবে, কোন কমপ্লেকশনেই বা কী বাছবেন তার ছোট্ট গাইডলাইন দিলেন **সুনন্দা সাহা**

আকাশ জুড়ে পেজা তুলোর মতো মেঘ তেমনি বাতাসে শিউলি ফুলের গন্ধ আবার ঝমঝমিয়ে বৃষ্টিও এর মধ্যেই এসে গেল দুর্গাপুজো। শারদোৎসবের সূচনা হয়ে গেছে আর সেই সঙ্গে বাঙালির মহাকেনাকাটি পর্বেরও শুরু হয়ে গেছে। কোনটা ছেড়ে কোনটা নেব এই দোটানায় সবাই। ফ্যাশন ট্রেন্ডে ঢোকার আগে বুঝতে হবে পুজো মানে ফ্যাশন আর কমফোর্ট— দুইই। বাড়িতেই পার্টি হোক বা পাড়ার মণ্ডপের বিচিত্রানুষ্ঠান, প্যান্ডেল হপিং হোক বা বন্ধুদের সঙ্গে ইটিং আউট। দুটো ক্ষেত্রে বদলে যাবে ফ্যাশনের খোলনলচে।

ষষ্ঠী দিয়েই পুজো শুরু। কেমন চাইছেন ষষ্ঠীর লুক। কী পরবেন বোধনের বাজনা বেজে ওঠার সঙ্গে। শুরুটা থাকুক ক্যাজুয়াল লুকে। শুরুর দিনে গরমের কথা মাথায় রেখে সুতি, লিনেন ও খাদি হ্যান্ডলুমের ওয়ান-পিস বা কুর্তি বেছে নিতে পারেন। বেছে নিতে পারেন প্যাস্টেল শেডের শর্ট কুর্তি সঙ্গে স্ট্রেইট ট্রাউজার্স। তবে অপশন রয়েছে আরও অনেক। যেমন ফ্লোরাল ওয়েস্টার্ন ম্যাক্সি ড্রেস, শর্ট বা মিড লেংস্থ ড্রেস, ফ্লেয়ারড ড্রেস সবই এবছর ট্রেন্ডে। এই ধরনের পোশাকে ড্রেসি একটা লুক ক্রিয়েট করতে পারেন। এবছর পুজোর ডিজাইনে সেলফ ওয়র্ক তো আছেই সঙ্গে এমব্রয়ডারি, পার্শি, গুজরাতি, কাঁথা, চিকনকারি ভীষণ ইন। তাই সপ্তমীর পোশাকে বেছে নিতেই পারেন পেস্টাল শেডের চিকনকারি স্যুট। সেই স্যুটের মেটিরিয়াল রেয়ন, শিফন বা জর্জেট অথবা সুতি হলেও ভাল লাগবে। লাইট ওয়েট হবে। গোল্ড প্রিন্ট এবছর ইন। সুতি সুতি করে আমরা চেঁচাই দারুণ, বিষয় হল, এখন সুতির হরেক বিকল্প ফ্যাশনের সংজ্ঞা বদলে দিয়েছে। রেয়ন, মিক্সড ইয়ার্ন, সফট মলমল, ভিসকোস পুজোর সময় গরমে দারুণ আরাম দেবে। গায় লেপটে থাকা একটা ব্যাপার থাকে। দেখতে বেশ স্মার্ট এবং কন্টেম্পোরারি। কো-অর্ড সেট গত বছর থেকেই ইন। এবছরেও হিউজ স্টক সর্বত্র। একেবারে পাঁচ ছ'শো থেকে হাজার, বারোশো, পনেরোশো বিভিন্ন দামের কো-অর্ড সেটে দারুণ কালার প্যালেট এবং ডিজাইনে পেয়ে যাবেন। একরঙা কো-অর্ড সেটের সঙ্গে বেছে নিতে পারেন এথনিক জ্যাকেট। ওয়েস্টার্ন, ইন্দ ওয়েস্টার্নের পাশাপাশি শাড়ি, ধোতি কুর্তা, শরারা, লেহেঙ্গা সবটাই যেন অষ্টমীর সাজের সঙ্গে মানানসই। অষ্টমীর সকাল মানেই সেজে গুজে মায়ের কাছে অঞ্জলি। তাই একটা পুরোপুরি ট্র্যাডিশনাল লুক করা যেতেই পারে। এখন রেডি টু ওয়্যার শাড়ি ইন। ডিজাইন লেবেলগুলোতেও রেডি টু ওয়্যার শাড়ি রয়েছে, মোডাল, পিওর সিল্ক এবং ট্র্যাডিশনাল, তাঁত, জামদানি অষ্টমীর সকাল হোক বা রাত, যেটাই পরবেন কনফিডেন্ট থাকলেই আপনার লুক পাল্টে যাবে মুহূর্তে। এখন এমন এটা সময় যখন আপনি যেটাই পরবেন সেটাই ফ্যাশন। পুজোর রাতের লুকের জন্য শিমারি টিস্যু সিল্কের কুর্তি, অর্গানজা শাড়ি বা ভারী এমব্রয়ডারি করা ক্যান-কান স্কার্ট বা ফ্লোর-লেন্থ গাউন বেছে নিতে পারেন। নবমী নিশি এল মানেই ফ্যাশন বা স্টাইলের শেষ নয়, বরং চুটিয়ে আড্ডা, পার্টি। লং গর্জাস ড্রেস, বিভিন্ন কাটের লং বা মিড লেন্থ গাউন। কাফতান ভীষণ ইন। প্যাচওয়ার্কের কাফতান বা মোডালের কাফতান ড্রেস, চান্দেরির কাফতান কুর্তা, অ্যাসিমেট্রিকাল কাফতান ড্রেস, জর্জেট বা শিফন, গ্লসি রেয়ন, বা মিরর মোডালের ওয়ার্কের ইন্দো-ওয়েস্টার্ন পোশাক রাতের আলোয় প্যান্ডেলে দুর্দান্ত। দক্ষিণের হেভি সিল্কের শাড়ি বা কারদানা ওয়র্কের সিল্ক বা জামদানি, হেভি টিস্যু মেটিরিয়ালের শাড়ি, মাসরু কাতান, বুটা তসর, মসলিন বেছে নিতে পারেন এই দিনটায়।

ফিউশন পোশাক বহু বছর ধরেই পুজোয় ট্রেন্ডিং। যে কোনও উৎসব অনুষ্ঠান, পুজো সবেতেই ফিউশনেই মাত দেবে জেন জি। বেশকিছু জনপ্রিয় ফিউশন যেগুলো এবছর ট্রেন্ডে সেগুলো পরে ফেলতে পারেন, যেমন—

কেপ সহ ক্রপটপ ও ধোতি প্যান্ট : জমকালো ক্রপ টপ এবং সিল্ক বা জর্জেটের ধুতি প্যান্টের সঙ্গে নেটের বা শিফনের এমব্রয়ডারি করা লং কেপ দারুণ মানানসই।

ধোতি প্যান্ট ও টিউলিপ স্কার্ট: ট্র্যাডিশনাল লং স্কার্টের বদলে এবার শর্ট কুর্তির সঙ্গে ধুতি প্যান্ট, টিউলিপ স্কার্ট বা শারারা সেট দারুণ ট্রেন্ডি।

কেপ লেহেঙ্গা: প্রথাগত লেহেঙ্গার সঙ্গে ওড়না নেওয়ার ঝামেলা এড়াতে এখন ব্লাউজের সঙ্গে কেপ জুড়ে দেওয়া হয়। স্লিভলেস ব্লাউজের ওপর কাঁধ থেকে ঝুলে থাকে, যা দেখতে অত্যন্ত আকর্ষণীয় লাগে।

স্কিন টোন অনুযায়ী মানানসই রঙের পোশাক: সবার ত্বক বা স্কিন টোন একরকম নয়। তাই নিজের স্কিন টোন অনুযায়ী সঠিক রঙের পোশাক বেছে নিলে কেল্লাফতে। তাতেই আপনি হয়ে উঠবেন সেরা সুন্দরী।

ফেয়ার স্কিন টোন : যাঁদের ত্বক ফর্সা বা উজ্জ্বল, তাঁদের ওপর প্রায় সব ধরনের রংই মানিয়ে যায়। তবে কিছু রং তাঁদের সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে দেয়। যেমন ডিপ-রয়্যাল ব্লু, এমারেল্ড গ্রিন, বারগেন্ডি, প্লাম এবং মেরুন। এছাড়া প্যাস্টেল শেড যেমন পিচ, মিন্ট গ্রিন বা ল্যাভেন্ডারও দারুণ মানায়।

শ্যামলা স্কিন টোন : বাঙালি মেয়েদের মধ্যে এই স্কিন টোনটি সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। এই ত্বকে এক অভাবনীয় উষ্ণ আভা থাকে। এই টোনের জন্য মাস্টার্ড ইয়েলো, ওয়াইন কালার, টেরাকোটা, ব্লাশ পিঙ্ক, এবং ব্রাউন রং দারুণ মানানসই। অষ্টমীর ক্লাসিক লাল রঙের পোশাকও এই স্কিন টোনে ভীষণ আকর্ষণীয় লাগে। এছাড়া রয়্যাল ব্লু বা টিল গ্রিন রংও বেছে নিতে পারেন।

ডার্ক স্কিন টোন : ডার্ক স্কিন টোনের নিজস্ব এক আভিজাত্য রয়েছে। তাই ব্লাশ পিঙ্ক, লাইট গোল্ড, মাস্টার্ড, কোরাল এবং ব্রাইট ফুশিয়া পিঙ্ক রং ডার্ক স্কিন টোনে চমৎকার ফুটিয়ে তোলে। এছাড়া ক্লাসিক হোয়াইট বা আইভরি রঙের পোশাকও এই ত্বকে দারুণ কন্ট্রাস্ট তৈরি করে।

মেকআপ ও অ্যাক্সেসরিজের সঠিক মেলবন্ধন : পোশাক যেমনই হোক না কেন, সঠিক অ্যাক্সেসরিজ ছাড়া সাজ সম্পূর্ণ হয় না। তাই সুতি বা ফিউশন ড্রেসের সঙ্গে সিলভার বা অক্সিডাইজড জুয়েলারি, বা বিডেড জুয়েলারি বা কাপড়ের গয়না আপনার পুরো লুক বদলে দিতে পারে। অন্যদিকে সিল্ক বা কাঞ্জিভরম, কারদানা শাড়ির সঙ্গে মানানসই ট্র্যাডিশনাল গোল্ড প্লেটেড বা কপার ফিনিশ গয়না বা মুক্তোর, কস্টিউম জুয়েলারি বেছে নিন। সকালের দিকে হালকা নো-মেকআপ লুক বা ডিউই ফিনিশ এবং রাতের প্যান্ডেল হপিংয়ের জন্য স্মোকি আই বা ক্লাসিক উইংড আইলাইনারের সঙ্গে ম্যাচিং লিপস্টিক— আপনার পুজোর লুক হবে পরিপূর্ণ।

আনন্দের ফেরিওয়ালারা

আমি নারী, আমি কী না পারি। রাঁধিও আবার চুলও বাঁধি। আবার বঞ্চিতের পাশে দাঁড়াই, আবার যে কোনও সামাজিক সমস্যার প্রতিবাদে হাতে প্ল্যাকার্ড তুলে নিই, নারী ক্ষমতায়নে সোচ্চার হই, আবার পুজোয় উৎসবে ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন তুলে দিই। হ্যাঁ, আজকের নারী সব পারে। শুধু পারে না হেরে যেতে। তাই কিছু করে দেখানোর তাগিদ তাঁদের মধ্যে বেড়েই চলে। এমন তাগিদ থেকেই গড়ে উঠেছে দুটি এনজিও যার কর্মকাণ্ডের জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠে রয়েছেন মহিলারাই। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

পুজো আর মাত্র ক'দিন। বছরভর এই দিনগুলোর জন্যে অপেক্ষা করে থাকে বাঙালি। নতুন জামা, নতুন জুতো, নতুন ব্যাগ সব চাই এখন। পুজো পুজো গন্ধে মাতোয়ারা চারপাশ কিন্তু এর মাঝেও যাঁরা শুধু নিজের ইচ্ছে স্বপ্নের বাইরে অন্যের স্বপ্নপূরণের কথা ভাবেন তাঁরা অমূল্যরতন। আর তাঁরা যদি হন মহিলা তবে কৃতিত্বের ভাগীদার হবেন অনেকটা বেশি। কারণ তাঁরা ঘর সামলে বাইরে বেরন। এমন কিছু সাধারণ গৃহবধূ রয়েছেন ঘর সামলে, সন্তান সামলে, বাড়ির বয়স্ক সামলে নিয়েছেন নতুন উদ্যোগ। আর্তের সেবা এবং নিঃসঙ্গ মানুষের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন সাহায্যের হাত। গড়ে তুলেছেন সমাজসেবী সংগঠন আবার ভ্রমণ সংস্থাও। স্বল্পপুঁজিতে শিশু, বৃদ্ধা, বঞ্চিতের স্বপ্ন পূরণের তাগিদে সারাবছর করে চলেছেন নানা কর্মকাণ্ড আবার করছেন পুজো পরিক্রমার আয়োজনও। এমনই এক নারী মৌসুমী। আজ থেকে তিনবকর আগে শুরু করেছিলেন সমাজসেবী সংগঠন 'উত্তর মেঘবালিকা'র। এই কাজে পরবর্তীতে পাশে পেয়েছিলেন পিয়ালি ও রুশাকে। এক মন মানসিকতায় তাঁদের পথচলা শুরু। এরপর ধীরে ধীরে বেড়েছে মহিলা সদস্য সংখ্যা। মেঘবালিকাই বটে। মেঘের মধ্যেই তাঁর আনাগোনা। আর কাজ হল স্বপ্ন ছুড়ে দেওয়া।

এই স্বপ্ন ফেরি করার দলে রয়েছেন আরও এক নারী, তাঁর নাম চন্দ্র ধর বর্মন। তাঁর সংস্থাটির নাম 'মনের সাথী'। তিনিও স্বপ্নপূরণের কান্ডারি। তবে প্রবীণ, প্রবীণাদের। কোন স্বপ্নপূরণ? প্রবীণ মানুষদের শেষ জীবনে একাকিত্বের শূন্যতা কাটানোর স্বপ্নপুরণ, না পাওয়া বঞ্চিতদের হাত ভরে উপহার দেওয়ার স্বপ্নপূরণ, আবার সাধারণ মধ্যবিত্তের ডানা মেলে বেরিয়ে পড়ার স্বপ্নপূরণ। 'মনেরসাথী' শুধু একটি এনজিও নয় এখানকার মহিলা একদঙ্গল বাচিকশিল্পীও বটে। যাযাবরের মতো ঘুরে ঘুরে অনুষ্ঠান করার পাশাপাশি সমাজসেবায় নিযুক্ত তাঁরা।

মেঘবালিকার কর্মকাণ্ডে

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রেজিস্ট্রিকৃত 'উত্তর মেঘবালিকা' সমতাভিত্তিক সমাজ গঠন এবং একটি সুস্থ ও শিক্ষিত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কাছে সুযোগ পৌঁছে দেয়।গত ৩ বছর ধরে অত্যন্ত পশ্চাদপদ 'আটুলিয়া' গ্রামে শিক্ষা, পুষ্টি, সংস্কৃতি ও নারীর ক্ষমতায়নে কাজ চলছে। দুর্গাপুজোর সময় ও অন্যান্য উৎসবে নতুন শাড়ি ও পোশাক দেওয়া থেকে বছরে ২–৩ বার রেশন এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে খাতা-কলম সহ স্টেশনারি সামগ্রী দান, শীতকালে কম্বল, সোয়েটার ও শুকনো খাবার বিতরণ সবটাই করে চলেছে তাঁরা। এই সমস্ত গ্রামে দারিদ্র, পারিবারিক অস্থিতিশীলতা, এবং অভিভাবকদের অসচেতনতার কারণে শিশুরা স্কুলে যায় না। তাঁদের নিয়মিত গণিত ও ইংরেজি শেখানো, থিয়েটার, গান ও নাচের মাধ্যমে শিশুদের সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটানোর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে আদিবাসী মহিলাদের আয়ের নির্দিষ্ট উৎসের সুযোগ করে দেওয়ার প্রয়াসেও সচেষ্ট তাঁরা। মহিলাদের সেলাই, এমব্রয়ডারি ও হস্তশিল্পের কাপড় ও কাগজের ব্যাগ, মোমবাতি তৈরি ইত্যাদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করা প্রদান। পণ্য প্যাকেজিং ও বিক্রির কৌশল শেখানো সবটাই এর অন্তর্ভুক্ত। স্বল্প পুঁজি, স্বল্প আয়োজন হলেও আগামীতে আরও বড় স্বপ্ন দেখে উত্তর মেঘবালিকা।

যাযাবরেরা

এই সংস্থারই নতুন শাখা 'যাযাবর ডট কম' এক নবতম উদ্যোগ। যা ইতিমধ্যেই বেশ সফল। উত্তর মেঘবালিকার সদস্যারা রাজ্যজুড়ে প্রখ্যাত বনেদি রাজবাড়িগুলো, ঐতিহ্যবাহী উত্তর কলকাতার ঐতিহাসিক স্থান, বিভিন্ন সংস্কৃতির পীঠস্থান অর্থাৎ সংস্কৃতিকে সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণের আয়োজন করে এই সংস্থা। দুর্গাপুজোয় প্রতিবছর উত্তর থেকে দক্ষিণ পাড়ি দেয় তারা। এবারেরও ব্যতিক্রম নেই। বহু মানুষ শামিল হয় যাযাবর ডট কম পুজো পরিক্রমায়। দুর্গাপুজোর পর জগদ্ধাত্রী পুজো, কালীপুজো পরিক্রমারও আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। এছাড়া সারাবছর থাকে আরও অনেক ছোট ছোট ট্যুর প্ল্যান যার সবটার দায়িত্বে উত্তর মেঘবালিকার মহিলা মহল। খুব বড় দল নিয়ে দুরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার পুঁজি পেলেই আগামীতে সেই পরিকল্পনাও সফল হবে। এই সমাজসেবী সংস্থার নতুন উদ্যোগটির উদ্দেশ্য, শুধু মানুষজনদের বেড়াতে নিয়ে যাওয়া নয়, এর থেকে প্রাপ্ত বা সংগৃহীত অর্থ সরাসরি উত্তর ২৪ পরগনার আটুলিয়া সহ আরও কয়েকটি গ্রামের শিশুদের শিক্ষা, পুষ্টি এবং মহিলাদের হস্তশিল্প ও সেলাই প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা। অর্থাৎ সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচিতে সেই অর্থকে কাজে লাগানো। এই বিষয় তাঁদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন অনেকেই।

চলার পথে মনের সাথী

চন্দা ধর বর্মনের সমাজসেবী সংস্থা 'মনের সাথী'র পথচলা শুরু গতবছর। এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগটি শুরু করার প্রথমদিকে ছিলেন গুটি কয়েক মহিলা। চন্দ্রা, সোনালি, কৃষ্ণা এবং কাকলিরা সংস্থার নাম দেন 'মনের সাথী'। এটি একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কল্যাণমূলক সংস্থা এবং বাচিক শিল্পীদলও। প্রথমদিকে সবার কথা ভেবে তৈরি হলেও পরে এই সংস্থা হয়ে ওঠে প্রবীণ প্রবীণাদের আনন্দের পীঠস্থান। বহু প্রবীণ ও প্রবীণা এখানকার সদস্য। যাঁরা মনের সানন্দ

পরিবেশে আবৃত্তি চর্চা ও নিয়মিত পরিবেশনা করেন। শ্রুতিনাঠক পাঠ ও নাটকীয় উপস্থাপনা করেন। সঙ্গীত চর্চা ও দলীয় গান বাঁধেন। বিশেষ করে জীবনের শেষ পর্যায় এসে নিজেদের একাকিত্ব ভুলে মনের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ ঘটান। এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে প্রবীণ সদস্যদের মনের আনন্দ বজায় রাখা এবং তাঁদের সুপ্ত প্রতিভা প্রকাশের একটি সুন্দর মঞ্চ তৈরি করা। সেই সঙ্গে 'মনের সাথী' সারাবছর পুজো, উৎসব পার্বণে বিভিন্ন বৃদ্ধাশ্রম, অনাথাশ্রমে বৃদ্ধ ও শিশুদের নানাধরনের সাহায্য, বস্ত্র, জামাকাপড়, খাবার, বইখাতা, পেনসিল সহ আরও অনেক কিছু প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে।

মনের সাথীর কর্মকাণ্ডে এখন রয়েছেন প্রায় ২০ জন। তাঁরা আয়োজন করছেন সংস্কৃতিমূলক ভ্রমণেরও। এই ভ্রমণের কেন্দ্রে রয়েছে প্রবীণ প্রবীণারাই। উদ্দেশ্য তাঁদের জীবনে বৈচিত্র আনা এবং বিভিন্ন পার্বণ ও সাংস্কৃতিক উৎসব উদযাপন করে পারস্পরিক মেলবন্ধন দৃঢ় করা। পুজো পরিক্রমায় এইবার প্রথম হইহই করে অংশ নেবেন প্রবীণ ব্যক্তিরা। যাঁদের কাছে ঠাকুর দেখা এক ঝকমারি। কে নিয়ে যাবে কোথায় বসাবে, কী খেতে দেবে। এই সব দায় এবং দায়িত্ব পালন করবে মনের সাথী। চন্দ্র ধর বর্মনের মনের সাথী এমন একটি এনজিও যারা সমাজের প্রবীণদের মানসিক সঙ্গ দান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে তাঁদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং মূলধারায় যুক্ত রাখার কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা।

শহর মাতাচ্ছে সাম্বা বয়েজ

কলকাতার মাছে মজেছেন ভিনিরা

ভারতের বিরুদ্ধে নামার আগে যুবভারতীতে মহড়া ভিনিসিয়াসদের।

প্রতিবেদন : ব্রাজিলের ফুটবলাররা মাছপ্রেমী হিসেবে পরিচিত। কলকাতা তথা বাংলার খ্যাতি আবার মাছের জন্য। ফলে শহরে এসে নানা ধরনের টাটকা মাছ খাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ররা। সামুদ্রিক মাছের নানা পদের স্বাদ মনে ধরেছে ব্রাজিলীয় ফুটবলারদের।

মাছের সঙ্গে সামান্য পরিমাণে ভাত, বিভিন্ন ধরনের ডাল, বিনস, আলু, সবজি এবং সালাড থাকছে পাতে। ব্রাজিল দল বাইপাসের ধারে যে পাঁচতারা হোটেলে উঠেছে, সেখানে টিমের চিফ শেফ শুক্রবার সকালে ফুটবলারদের জন্য যে ব্রেকফাস্টের মেনু তৈরি করেছিলেন, তাতে ছিল পাউরুটি, সিদ্ধ ডিম, বিভিন্ন ধরনের ফল এবং সবুজ সালাড। নিজেদের আনা শেফের তৈরি খাবারই মূলত খাচ্ছেন ব্রাজিলের ফুটবলাররা। লাঞ্চ ও ডিনারের মেনুতে থাকছে ভাত, স্প্যাগোটি, বেকড বিনস, মাছ, চিকেন, মাংসের সালাড, গ্রিন সালাড-সহ অল্প ডেজার্ট। তবে ব্রাজিলের ফুটবলাররা যেহেতু তাজা মাছ খেতে ভালবাসেন, তাই শেফরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বানাচ্ছেন মাছের নানা সুস্বাদু পদ।

ছবি : সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজ পরিবারের আমন্ত্রণে ইংল্যান্ডে চ্যারিটি ম্যাচ খেলতে যাচ্ছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সঙ্গী হবেন ব্রায়ান লারাও।

আজ ফাইনালে সামনে সেই পাকিস্তান

সোনার থেকে আর ঠিক এক ধাপ দূরে ঈশান-অর্শদীপরা। তারই প্রস্তুতি চলছে আইচি-নাগোয়ার মাঠে।

নিসিন, ২ অক্টোবর: সোনার পদক গলায় তোলা থেকে আর মাত্র একধাপ দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। নিসিনে এশিয়ান গেমসের মেগা ফাইনালে শ্রেয়স, ঈশানদের সামনে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান। তবে প্রতিপক্ষ যেই হোক না কেন, তাদের একইঞ্চি জমি ছাড়াতে নারাজ ভারত। দ্বিতীয়বারের জন্য সোনা জিতেই দেশে ফেরাই হল প্রধান লক্ষ্য মেন ইন ব্লু-র। সেমিফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে মাত্র ৪৫ রানে গুটিয়ে সহজেই ফাইনালে উঠলেও পাকিস্তানকে হালকাভাবে নিতে নারাজ ভারতীয় শিবির। নিজেদের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পাক বধ করতেই মাঠে নামবেন বুমরা, অভিষেক, বৈভবরা। সেমিফাইনালে ব্যাটিং বোলিংয়ের পাশাপাশি দেখা গিয়েছে ভারতের অনবদ্য ফিল্ডিংও। যেটা অনেকটাই নিশ্চিন্ত করেছে টিম ম্যানেজমেন্টকে। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের পরিসংখ্যান বেশ ভাল। মোট ১৭ বারের দ্বৈরথে এখনও পর্যন্ত ১৪ বারই জয় তুলে নিয়েছে উপমহাদেশ। আর পাকিস্তান জিতেছে মাত্র ৩ বার। দু'দলের শেষ ৬টি ম্যাচের ৬টি-তেই জিতেছে ভারত। কিন্তু শনিবারের লড়াইয়ের মঞ্চ এবং মাটি দুটোই ভিন্ন সেটা খুব ভাল করেই জানেন গতবারের এশিয়ান গেমসের চ্যাম্পিয়নরা।

ভারত-পাক ফাইনাল মানে আলাদা চাপ। কিন্তু সেই চাপ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত শ্রেয়সরা। পাকিস্তানকে আটকানোর প্রস্তুতি খুব ভালভাবেই সেরে নিয়েছেন তারা। দলের ব্যাটিং কোচ হৃষিকেশ কানিতকর বলেন, ভারত-পাক ম্যাচে সবসময়ই চাপ থাকে। কিন্তু ফাইনালের জন্য আমাদের প্রস্তুতি পর্ব খুব ভালই হয়েছে, মাঠে আমরা নিজেদের সেরাটাই দিতে চাই। আর সোনা জিতে দেশের পদক তালিকা উপরে নিয়ে যাওয়াই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এই ধরনের হাইভোল্টেজ ম্যাচের গুরুত্বই আলাদা।

গত ম্যাচে রান পাননি অভিষেক শর্মা ও সঞ্জু স্যামসন। এই তালিকায় রয়েছেন অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারও। তাই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাঁদের ব্যাট থেকে বড় রানের অপেক্ষায় রয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীরা। এবার দেখার বিষয় আজ ২২ গজে কারা বাজিমাত করেন।

৪৪ বছরের খরা কাটিয়ে হকিতে সোনা মেয়েদের

কাকামিগাহারা, ২ অক্টোবর : অবশেষে মেঘমুক্তি, ঘুচল ৪৪ বছরের খরা। প্রায় চারযুগেরও বেশি সময় পর এশিয়ান গেমসে সোনা জিতল ভারতীয় মহিলা হকি দল। ১৯৮২ সালের দিল্লি এশিয়ান গেমসের পর থেকেই চরম খরা চলছিল তাদের। সঙ্গে এসেছিল একরাশ হতাশাও। সেটা কাটানোর লক্ষ্য নিয়েই জাপানের মাটিতে পা রেখেছিলেন লালরেমসিয়ামি, সালিমা, ইশিকারা। আর গ্রুপ পর্ব থেকে শুরু করে তাদের দুরন্ত পারফরমেন্স দেশবাসীকে দেখিয়েছিল স্বপ্ন। আর শুক্রবার কাকামিগাহারায় ফাইনালে চিনকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে তা বাস্তবায়িত করে তুলল ভারতের মেয়েরা। ম্যাচ শেষ হওয়ার পরই খেলোয়াড়, কোচ থেকে শুরু করে সাপোর্ট স্টাফ সকলেই মাতলেন শাপমুক্তির সেলিব্রেশনে। 'চক দে ইন্ডিয়া' সিনেমার কবীর খানের মতো কোচ সিওয়ের্ড মারিনেকে শূন্য ছুঁড়ে হাতে লুফে নিয়েও সেলিব্রেশন করলেন দলের সকল খেলোয়াড়রা। সেইসঙ্গে ২০২৮-র লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকেরও ছাড়পত্র পেয়ে গেলেন সালিমা তেতেরা। পাশাপাশি, বাড়িয়ে দিলেন আগামীতে আরও বড় কিছুর করার প্রত্যাশাও।

ফাইনালে ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে দেখা গিয়েছে ভারতীয় দলকে। প্রথম কোয়ার্টারের ১০ মিনিটেই গোলের দেখা পেয়ে যায় তারা। লালরেমসিয়ামির জোরালো শট চিনের গোলরক্ষককে পরাস্ত করে জালে জড়িয়ে যায়। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ৮ মিনিটে চিন পেনাল্টি পেলেও অভিজ্ঞ গোলরক্ষক সবিতার দক্ষতার কাছে আটকে যায়। এরপর দুর্দান্ত একটি গোললাইন সেভ করেন নভনীত। এরপর গোটা ম্যাচে মরিয়া প্রচেষ্টা চালিয়েও একবারও ভারতের জমাট রক্ষণ ভাঙতে পারেননি চিনের খেলোয়াড়রা। ফলে হাইভোল্টেজ ফাইনালে লালরেমসিয়ামির করা একমাত্র গোলই হয়ে দাঁড়ায় জয়সূচক গোল। ভারতের মজবুত ডিফেন্সের কাছেই এদিন মূলত হারতে হল চিনকে।

এশিয়ান গেমসের মঞ্চে এই বিশাল সাফল্যের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছে হকি ইন্ডিয়া। তাদের তরফ থেকে সোনাজয়ী ভারতীয় দলের প্রতিটি খেলোয়াড়কে ১১ লক্ষ এবং কোচ ও সাপোর্ট স্টাফদের জন্য সাড়ে ৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। ড্রেসিং রুমে গানের তালে নেচে সেলিব্রেশন করতেও দেখা গিয়েছে সালিমাদের।

চার দশকের খরা কাটিয়ে অবশেষে সোনা। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সবিতা-সালিমাদের উচ্ছ্বাস। শুক্রবার নাগোয়াতে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

3 October, 2026 • Saturday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

প্যাট কামিন্সের অনুপস্থিতিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ঈশান কিশান। তাতেই নাকি ক্ষোভ। সানরাইজার্স ছাড়তে পারেন অভিষেক শর্মা

আজ নিউ চণ্ডীগড়ে সিরিজের শেষ ম্যাচ

বিরাট আর রোহিত ভাইকে পাশে পাওয়াই আমার কপাল : শুভমন

ঘরের মাঠে শুভমনকে আজ এভাবেই দেখতে চান সমর্থকরা।

নিউ চণ্ডীগড়, ২ অক্টোবর : আমি খুব ভাগ্যবান যে একদিনের দলে বিরাট ভাই ও রোহিত ভাইকে পেয়েছি। বললেন শুভমন গিল। এই দু'জনের অভিজ্ঞতা তাঁর জন্য খুব দামি। তবে অধিনায়ক শুভমনের সোজা কথা, তিনি সবার কথা শোনেন।

গুয়াটিতে ভারত দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে শুধু চারশো রান তাড়া করে জেতেনি, শুভমন নিজে ২২৩ রান করে নট আউট থেকে গিয়েছেন। জিয়োস্টারে 'দ্য শুভমন শো'-তে সাতাশ বছরের তরুণ অধিনায়ক বলেছেন, ওদের দু'জনকে পাশে পাওয়া আমার জন্য ভাগ্যের কথা। বিরাট ভাই সম্ভবত একদিনের ক্রিকেটের সেরা ব্যাটার। আর রোহিত ভাই হল সেরা ওপেনার। এই দু'জনের অভিজ্ঞতা আমাদের দলের জন্য খুব দামি। ওদের দু'জনকে একসঙ্গে দলে পাওয়ার ব্যাপারটা আমি খুব উপভোগ করি। ওদের অভিজ্ঞতা আমার কাছে বহুমুল্য।

ভারত প্রথম দুটি ম্যাচ জিতে সিরিজে ২-০ তে এগিয়ে গিয়েছে। যার ফলে তিন ম্যাচের সিরিজ এখন শুভমনদের দখলে। রবিবার নিউ চণ্ডীগড়ে শেষ একদিনের ম্যাচ। ভারত জিতলে সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হয়ে যাবে। তার আগে শুভমন বলেন, এমন নয় যে আমি শুধু বিরাট ভাই আর রোহিত ভাইয়ের পরামর্শ নিই। আমি কেএল (রাহুল) আর শ্রেয়সের সঙ্গেও কথা বলি। আমি আসলে সবার সঙ্গেই কথা বলি। হয়তো দেখা যায় আমি যা ভাবছি ওরাও তাই ভাবছে। শেখার ব্যাপারটা এভাবেই আসে। আমি সবার সঙ্গে কথা বলে যেটা দলের জন্য ভাল হবে ভাবি সেটা করি।

শুভমন বর্তমানে একদিনের ক্রেকেটে এক নম্বর ব্যাটার। কিন্তু তিনি একে টিক মার্কের বেশি গুরুত্ব দিতে চান না। শুভমনের কথায়, মনে হয় ২০২৩ বিশ্বকাপের সময় আমি প্রথমবার র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর ব্যাটার হয়েছিলাম। ভালই লেগেছিল। তার আগে ভাবতাম আমাকে একনম্বর ব্যাটার হতে হবে। কিন্তু এখন আর এটা বেশি ম্যাটার করে না। আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হল মাঠে নেমে ভাল খেলা। দলকে সাহায্য করা, দলকে জেতানো এইসব। শুভমন আরও বলেন, দুই ফর্ম্যাটে দেশের নেতৃত্ব দেওয়া দেওয়া হল যত না স্বপ্নপূরণ, তার থেকেও বেশি দায়িত্ব পালন। এমনকি বড় হওয়ার সময়ও দেশের নেতৃত্ব দেব এটা ভাবিনি। যখন দায়িত্ব পেলাম মনে হল এটা বড় সম্মান ও দায়িত্ব। আমি এতসব নিয়ে বেশি ভাবি না। আমার মনে হয় সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করলে নেতৃত্ব কোনও চাপের বিষয় নয়।

জন্মদিনে সোনা পেলেন লভলিনা

বাজিমাত কুস্তি, তিরন্দাজিতেও

সোনা জয়ের উচ্ছ্বাস লভলিনার। শনিবার নাগোয়ায়।

নাগোয়া, ২ অক্টোবর : এর থেকে সুন্দর উপহার আর কী বা হতে পারে! দিনটা ছিল তাঁর ২৯ তম জন্মদিন। আর এইদিনই এশিয়ান গেমসের মঞ্চে সোনা জয়ের লড়াইতে নেমেছিলেন লভলিনা বরগোঁহাই। মহিলাদের বক্সিংয়ের ৭৫ কেজির বিভাগের ফাইনালে জিতে দেশকে তো বটেই, সেইসঙ্গে জন্মদিনে নিজেকেও সোনার পদক উপহার দিলেন লভলিনা। নিজের উচ্চতাকে কাজে লাগিয়ে একপেশে লড়াই করে হারালেন চিনের বাও জিয়িকে। পাশাপাশি, গড়ে ফেললেন এক নয়া রেকর্ডও। দেশের প্রথম কোনও মহিলা বক্সার হিসেবে পরপর দু'টি এশিয়ান গেমসের ফাইনালে পদক পেলেন তিনি। ফাইনাল রাউন্ডের শেষে রেফারি জয়ী ঘোষণা করা মাত্রই শূন্যে দু-হাত তুলে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন লভলিনা। দর্শকদের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে সমর্থনের জন্য সম্মানও জানান। পাশাপাশি, মহিলাদের ৬৫ কেজির বিভাগের ফাইনালে সোনা জিতেছেন পারভিন হুডা। ফাইনালে চিনা তাইপের প্রতিপক্ষকে ৩-২ ফলাফলে পরাস্ত করেছেন তিনি। এছাড়া ছেলেদের ৮০ কেজি বিভাগে ফাইনালে সোনা এনেছেন অঙ্কুশ ফাঙ্গাল। তরুণ এই বক্সার দক্ষিণ কোরিয়া মিনসেওং কিমকে একপেশে লড়াইতে (৫-০) পরাজিত করেন।

অন্যদিকে, কুস্তিতে পুরুষদের ৬৫ কেজির বিভাগে সোনা জয় করেছেন সুজিত কালকাল। ২৩ বছর বয়সী এই ভারতীয় কুস্তিগীর তাজাকিস্তানের আবদুলমাজিদকে ১০-৯ ব্যবধানে পরাস্ত করেছেন। আর তিরন্দাজিতে সাফল্যের ধারা অব্যাহত রইল। শুক্রবার সকালেও এই ইভেন্টে সোনা জিতেছে ভারত। মহিলাদের রিকার্ভ তিরন্দাজি ইভেন্টের ফাইনালে বাজিমাত করলেন কুমকুম মোহদ, অঙ্কিতা ভকত ও কীর্তি শর্মা। এদিন তিরন্দাজির মিশ্র বিভাগে কুমকুম মোহদ ও ধীরাজ বোম্মাদেবরা রুপো পান। সেইসঙ্গে ছেলেদের দলও রুপো জিতেছে। মহিলাদের সেলিংয়ে ব্রোঞ্জ জেতেন নেত্রা কুমারান। এছাড়া সেপাক্টাক্রোতে প্রথমবারের মতো ব্রোঞ্জ জিতল ভারতের ছেলেরা। দিনের শেষে ১৬টি সোনা-সহ ৭৬টি পদক নিয়ে তালিকার পঞ্চমস্থানে রইল ভারত।

লাল বলে আর নয় : চাহাল

মুম্বই, ২ অক্টোবর : প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন যুজবেন্দ্র চাহাল। লর্ডসে নর্দাম্পটনশায়ারের হয়ে শেষবার লাল বলের ক্রিকেটে খেললেন ৩৬ বছর বয়সী এই স্পিনার। কিন্তু একদিনের এবং টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে খেলতে এখনও আগ্রহী চাহাল। আর এই দুই ফরম্যাটেই জাতীয় দলে ফেরার জন্য লড়াই জারি রাখতে চান। বিদায় বার্তায় জানিয়েছেন তিনি।

এড়ালেন নকভি

নাগোয়া, ২ অক্টোবর : এশিয়ান গেমসের ভারত-পাক ফাইনালে থাকছেন না মহসিন নকভি। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচির জন্য নিসানে সোনার লড়াইতে উপস্থিত থাকতে পারছেন না এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট। সোশ্যাল মিডিয়াতে এটাই জানিয়েছে এসিসি।

সিরিজ হারিয়ে স্যামির 'পে কাট'

নিউ চণ্ডীগড়, ২ অক্টোবর : একটা সিরিজ শুরু হওয়ার মুখে প্লেয়ারদের পে কাট হওয়ার খবর শোনা কোনও ভাল কথা নয়। এতে দলের মনোবল ধাক্কা খায়। বলেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ কোচ ড্যারেন স্যামি।

একদিনের সিরিজের প্রথম দুটি ম্যাচ হেরে সিরিজ হাতছাড়া হয়েছে ক্যারিবীয়দের। শনিবার মুল্লানপুরে তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচ। তার আগে স্যামি এদিন সাংবাদিকদের বলেন, পেশাদার হিসাবে এমন খবর কখনও শুনতে চাই না। এই পে কাটের আগে বলেছিলাম ভারতের সঙ্গে খেলার এর থেকে ভাল সময় আর হয় না। ভারতের মতো দলের বিরুদ্ধে ভাল করা সবসময়েই তৃপ্তি দেয়। তবে ছেলেদের পে কাট মাথা থেকে সরিয়ে মাঠে নামতে বলেছিলেন প্রাক্তন অলরাউন্ডার। কিন্তু প্রথম দুটি ম্যাচে ফল তাঁদের দিকে যায়নি।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই দলের ব্যাটিং ভাল হলেও বোলিং সামিকে খুশি করতে পারেনি। তিনি বলেন, আমরা ড্রেসিংরুমে ইনটেন্ট নিয়ে আলোচনা করেছি। দুটি ম্যাচে চারজন ব্যাটার সেঞ্চুরি করেছে। এটা আমাদের জন্য অবশ্যই পজিটিভ। ব্যাট করার সময় স্ট্রাইক রোটেশন, ইনন্টেন্ট খুব ভাল ছিল। বিশেষ করে ভারতীয় স্পিনারদের বিরুদ্ধে আমরা ভাল ব্যাট করেছি। কিন্তু উইকেট সাহায্য না করলে কিভাবে সেখানে বল করতে হবে সেটা আমরা এখনও বুঝতে পারছি না। লেংথ ও লাইনে শৃঙ্খলা রাখতে হবে। আর যে পরিকল্পনা সামনে থাকবে সেটা কার্যকর করতে হবে।

আকাশের ৩, এগোল জম্মু ও কাশ্মীর

শ্রীনগর, ২ অক্টোবর : ইরানি কাপে প্রথম দফায় অবশ্ষ্ট ভারত দলকে ৪১ রানে পিছনে ফেলে দিল জম্মু ও কাশ্মীর। অবশিষ্ট ভারত প্রথম ইনিংসে ২৩৭ রান করার পর গতবারের রঞ্জি চ্যাম্পিয়নরা শুক্রবার ২৭৮ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করেছে। দ্বিতীয় দিনের শেষে ওপেনার শিখর মোহনের উইকেট হারিয়ে অবশিষ্ট ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে ১ উইকেটে ২৪ রান করেছে। এর ফলে তারা এখনও ১৭ রানে পিছিয়ে আছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের ইনিংসে পরশ ডোগরা ৭৫ ও আব্দুল সামাদ ৫৭ রান করেছেন। এছাড়া দশ নম্বরে নামা লোন নাসির মুজাফ্ফর করেন ৬৪ রান। ২৩০ রানে ডোগরা ফিরে যাওয়ার পর ৪৮ রানের পার্টনারশিপে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। অবশিষ্ট ভারতের মুকেশ চোধুরি ৭৮ রানে ৫টি উইকেট নিয়েছেন। মুকেশ কুমার নেন ৮৪ রানে ২ উইকেট। সাত মাস পরে ক্রিকেট মাঠে ফিরে আকাশ দীপ নিয়েছেন ৪৩ রানে ৩ উইকেট। দিনের শেষে সুদীপকুমার ঘরামি ও সনৎ সাঙ্গোয়ান ১০ রান করে অপরাজিত রয়েছেন।

ইরানি কাপে অবশিষ্ট ভারত দলের অধিনায়ক ঋষভ পন্থ। যিনি এখন সাদা বলের দলের বাইরে রয়েছেন। যা নিয়ে ঋষভ বলেছেন, দলে সুযোগ না পেলে খারাপ লাগে। কিন্তু হতাশাও যেমন থাকবে, ফিরে আসার রাস্তাও খোলা রাখতে হবে। এগুলো খেলোয়াড়দের জীবনের অঙ্গ। কিন্তু আমাকে এখন সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

মাঠে ময়দানে
3 October, 2026 • Saturday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উজবেকিস্তানের রেফারি ইলগিভ তানতাশেভ ভারত-ব্রাজিল ম্যাচ খেলাবেন

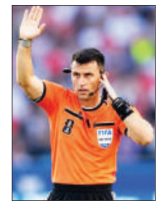

সামনে ব্রাজিল, স্বপ্নের ম্যাচে ভারত

হোমওয়ার্ক আনচেলোত্তির

যুবভারতীতে চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে ফুরফুরে ভিনিসিয়াসরা। ছবি : সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্তরঞ্জন খাঁড়া

সুদূর রিও দি জেনেইরো থেকে জোনাথন এসেছেন কলকাতায় ভারত-ব্রাজিল ম্যাচ দেখতে। পেশায় সাংবাদিক ও ব্রাজিলপ্রেমী ভদ্রলোক ৬২ দেশ ঘুরে ফুটবলের মক্কায় এসে জানিয়ে দিলেন, ব্রাজিল ফের বিশ্ব ফুটবল শাসন করবে। পানামা ম্যাচে আনোয়ার আলিদের লড়াকু ফুটবল দেখে জোনাথন বললেন, ভারতও একদিন বিশ্বকাপে খেলবে।

ব্রাজিলের বিশ্বখ্যাত ইতালীয় কোচ কার্লো আনচেলোত্তির গলাতেও রায়ান উইলিয়ামস, আনোয়ার আলিদের নিয়ে সমীহের সুর। ভারতের আতিথেয়তায় মুগ্ধ আনচেলোত্তি, ভিনিসিয়াস জুনিয়র, মার্কুইনহোসরা। টিম হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলন শুরু করলেন করজোড়ে 'নমস্তে' সম্ভাষণে। মাঠে নামার আগেই মন জিতে নিয়েছেন সাংবাদিক সম্মেলন শেষে অপেক্ষারত ভারতের কোচ খালিদ জামিলকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

ফিফা ক্রমতালিকায় ভারতের থেকে অনেক এগিয়ে পাঁচ নম্বরে ব্রাজিল। এই প্রথম ভারতের জাতীয় দল ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম পাঁচে থাকা কোনও দলের বিরুদ্ধে খেলবে। ধারে-ভারে অনেক অনেক এগিয়ে থাকলেও ভারতীয় দলকে গুরুত্ব দিচ্ছেন আনচেলোত্তি। তিনি বলেছেন, আশা করব উত্তেজক ম্যাচ হবে। এখানে এসে আমরা খুশি। নিজেদের দক্ষতা প্রমাণের জন্য মুখিয়ে রয়েছি। পানামার বিরুদ্ধে ম্যাচটা দেখেছি। ওদের আক্রমণভাগ বেশ গতিশীল। রায়ান উইলিয়ামস, উইঙ্গারদের গতি রয়েছে। ভারত ভাল দল। আমরা ভারতের প্রতি সম্মান রেখেই তাদের খেলোয়াড়দের শক্তি, দুর্বলতা, গুণমান, বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করছি। এই ম্যাচ আমাদের কাছে পরীক্ষা না হলেও একটা সুযোগ। আমাদের কাছে প্রীতি ম্যাচ বলে কিছু হয় না।

দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিকেলে যুবভারতীতে মূল স্টেডিয়ামে অনুশীলনে নামেন ভিনিরা। শুরুতেই ফুটবলারদের পেপ টক দেন কোচ কার্লো। এরপর ওয়ান-টু টাচ ফুটবল খেলেই ভিনিদের নিয়ে ট্যাকটিক্যাল মহড়ায় নেমে পড়েন ব্রাজিল কোচ।

ভারতে আসার আগে এদেশের ফুটবল সংস্কৃতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন ব্রাজিল কোচ। আনচেলোত্তি বলছেন, ভারতে ক্রিকেট জনপ্রিয় খেলা। তবে ফুটবলেও ধীরে ধীরে উন্নতি করছে ওরা। ২০০২ সালের পর কেন আর বিশ্বকাপ জিততে পারল না ব্রাজিল? আনচেলোত্তি বলেন, আগে কী হয়েছে, আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। ২০২৫ থেকে আমি ব্রাজিল টিমের দায়িত্বে। তবে ফুটবল অনেক বদলে গিয়েছে। অন্য দলগুলো শক্তি বাড়িয়েছে। আমরা এগোতে পারিনি। আমাদের নতুন দল। উন্নতি করছি আমরা।

আজ ভারত বনাম ব্রাজিল
(যুবভারতী, সন্ধে ৭.৩০)
সরাসরি সোনি স্পোর্টসে

যে কোনও ফল হতে পারে, হুঙ্কার খালিদের

সাংবাদিক সম্মেলনে খালিদকে আলিঙ্গন আনচেলোত্তির।

প্রতিবেদন : শনিবারের যুবভারতীর গ্যালারি এক অদ্ভুত আবেগের গল্প লিখতে চলেছে। ফুটবলের মক্কার আনাচে-কানাচে ব্রাজিলের হলুদ-সবুজ রং এই শহরের মানুষের হৃদয়ে আবেগের রং হয়ে উঠেছে। কিন্তু শনিবার সেই ভিনিসিয়াস জুনিয়রদের বিরুদ্ধে পরীক্ষা যুবভারতীর গ্যালারিরও। ভিনি, এনড্রিক, গুইমারেজদের জন্য গ্যালারি আন্দোলিত হবে ঠিকই, একইসঙ্গে ভারতের জার্সি গায়ে নামা আনোয়ার আলি, মনবীর সিংদের জন্য বুক ভরা সমর্থনও থাকবে। পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের থেকে র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৩২ ধাপ পিছিয়ে ভারত। তবু ব্রাজিল নামে ভয়, চাপকে জয় করেই ইতিহাস তৈরির আশায় ভারতের কোচ খালিদ জামিল।

খালিদ বলেছেন, আমরা এভাবে বিষয়টাকে ভাবছিই না। দলের সকলেই জানে এই ম্যাচের গুরুত্ব। ব্রাজিল কতটা শক্তিশালী, কী মানের দল, কী তাদের ঐতিহ্য তা বলে দিতে হবে না। পরিস্থিতি অনুযায়ী আমাদের পরিকল্পনা বদলাব। ওরা আক্রমণাত্মক হলে আমরাও আক্রমণে যাব। নিজেদের সেরাটা দিতে পারলে যা কিছু ফল হতে পারে। চাপ, ভয় থাকবে। কিন্তু আমাদের সে সব সামলে নিতে হবে। যে দায়িত্ব ফুটবলারদের দেওয়া হয়েছে তা পালন করতে হবে। সহজ ও সাহসী ফুটবল খেলতে হবে। পাশে বসে আনোয়ার আলি বললেন, প্রতিপক্ষকে সম্মান দিয়েই নিজেদের সেরাটা দিতে হবে।

'ঘরের' মাঠে খেলবেন মার্কুইনহোস

প্রতিবেদন : প্রথমবার ভারতে খেলতে এসে উচ্ছ্বসিত ব্রাজিলের অধিনায়ক মার্কুইনহোস। পিএসজি-র হয়ে দু'বার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ী ব্রাজিলীয় সেন্টার ব্যাক মনে করছেন, দেশের বাইরে মনে হয় সবচেয়ে বেশি ব্রাজিলের সমর্থক ভারতেই। তাঁদের সামনে খেলার সুযোগ পেয়ে আমরা দারুণ খুশি। আমি অনেক দিন ধরেই এই দলটার সঙ্গে রয়েছি। তবে নতুনরা এখানে যে অভ্যর্থনা পেয়েছে তাতে ওরা অভিভূত। অনেক অনুপ্রাণিত হয়ে গোটা দল ভারতের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে।

মার্কুইনহোস বলেছেন, ভারতে এত সমর্থকের সামনে খেলতে পারা বিরাট সম্মানের। ব্রাজিলের বাইরে ভারতেই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ব্রাজিলের সমর্থক রয়েছে। তাই আমরা এখানে খেলাটা উপভোগ করতে চাই। আমরা খুব ভাল একটা ম্যাচ খেলব এবং জিতে ফিরব।

ভারতকে নিয়ে যে রীতিমতো পড়াশোনা করে এসেছেন তাঁরা, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন মার্কুইনহোস। ব্রাজিলীয় ডিফেন্ডার বলেছেন, ভারত এই বছর ছ'টা ম্যাচ খেলে একটি জিতেছে। আমরা ওদের পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ করেছি। জানি, ওদের গোলকিপার গুরপ্রীত সিং সান্ধু আমাদের বিরুদ্ধে ৯০তম ম্যাচ খেলবে।